কাছাড়িথল যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটি

হাইলাকান্দি বন বিভাগ

এসএসি বন সার্কেল

ক্ষুদ্র পরিকল্পনা

(২০১৬-১৭ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত)

প্রস্তুতকর্তা

কাছাড়িথল যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (JFMC)

সহায়ক

অসম বন বিভাগ

এবং

ক্ষুদ্র পরিকল্পনা এবং জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য গঠিত মহাজোট (কম্পেলো, COMPELO)

[আই আই ই (IIE), আর জি ভি এন (RGVN) এবং সি এম এল (CML)]

Approved

DIVISIONAL FOREST OFFICER
Hailakandi Division
Hailakandi

জুলাই, ২০১৬

সংক্ষিপ্ত নাম তালিকা

সংক্ষিপ্ত নাম	সম্পূর্ণ নাম
এ সি এফ (ACF)	সহকারী বন সংরক্ষক (অ্যাসিস্ট্যান্ট কনজারভেটর অব্ ফরেস্ট)
এ এফ ডি (AFD)	এজেন্স ফ্রান্স ডেভেলপমেন্ট
এ পি এফ বি সি (APFBC)	বন ও জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক অসম প্রকল্প (আসাম প্রজেক্ট অন ফরেস্ট অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন)
এ পি এল (APL)	দারিদ্র্য সীমারেখার ঊর্ধ্বে (এব'ভ পভার্টি লাইন)
বি পি এল (BPL)	দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে (বিলো পভার্টি লাইন)
সি সি এফ (CCF)	মুখ্য বন সংরক্ষক (চিফ কনজারভেটর অব্ ফরেস্ট)
সি এফ (CF)	বন সংরক্ষক (কনজারভেটর অব্ ফরেস্ট)
সি এম এল (CML)	সেন্টার ফর মাইক্রো ফিন্যান্স অ্যান্ড লাইভলিহুড
কম্পেলো (COMPELO)	ক্ষুদ্র পরিকল্পনা এবং জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য গঠিত মহাজোট (কনসাল্টিং সার্ভিস ফর মাইক্রোপ্ল্যানিং এনহ্যানসিং লাইভলিহুড অপর্চুনিটিজ)
ডি সি এফ (DCF)	উপ-বন সংরক্ষক (ডেপুটি কনজারভেটর অব্ ফরেস্ট)
ডি এফ ও (DFO)	মাণ্ডলিক বন অধিকারিক (ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার)
ই ডি সি (EDC)	পরিবেশ-উন্নয়ন কমিটি (ইকো-ডেভেলপমেন্ট কমিটি)
ই পি এ (EPA)	প্রারম্ভিক কার্মসূচি (এন্ট্রি পয়েন্ট অ্যাক্টিভিটি)
এফ সি এ (FCA)	বন সংরক্ষণ আইন, ১৯৮১ (ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট, ১৯৮১)
এফ ডি (FD)	বন বিভাগ (ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট)
এফ আর এ (FRA)	বন অধিকার আইন (ফরেস্ট রাইট্স অ্যাক্ট)
এফ ভি (FV)	বনাঞ্চল গ্রাম (ফরেস্ট ভিলেজ)
এফ ওয়াই পি (FYP)	পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যান)
জি এইচ জি (GHG)	গ্রিন হাউস গ্যাস
জি ও আই (GoI)	ভারত সরকার (গভর্নমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া)
জি পি (GP)	গ্রাম পঞ্চায়েত
এইচ এ (Ha)	হেক্টার
আই ই সি (IEC)	তথ্য শিক্ষা ও যোগাযোগ (ইনফরমেশন এডুকেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন)

আই আই ই (IIE)	ভারতীয় এন্টারপ্রেনিওরশিপ প্রতিষ্ঠান (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ এন্টারপ্রেনিওরশিপ)
জে এফ এম সি (JFMC)	যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি)
এম ডি আর (MDR)	প্রধান প্রধান জেলাপথসমূহ (মেজর ডিস্ট্রিক্ট রোডস)
এম জি এন আর ই জি এস (MGNREGS)	মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা স্কিম (মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারাণ্টি স্কিম)
এম ও ই এফ সি সি (MoEFCC)	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক (মিনিস্ট্রি অব্ এনভায়রনমেন্ট, ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ)
এন টি এফ পি (NTFP)	কাঠ ভিন্ন বনজ উৎপাদন (নন টিম্বার ফরেস্ট প্রডিউস)
ও বি চি (OBC)	অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস)
ও ডি আর (ODR)	অন্যান্য জেলা পথসমূহ (আদার ডিস্ট্রিক্ট রোড্স)
পি সি সি এফ (PCCF)	প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক (প্রিন্সিপাল চিফ কনজারভেটর অব্ ফরেস্ট)
পি এইচ সি (PHC)	প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (প্রাইমারি হেল্থ সেন্টার)
পি এম ইউ (PMU)	প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ইউনিট (প্রজেক্ট মনিটরিং ইউনিট)
পি আর এ (PRA)	অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন (পার্টিসিপেটারি রুরাল অ্যাপ্রাইজাল)
আর ই ডি ডি + (REDD+)	রিডিউসিং এমিশন ফ্রম ডি-ফরেস্টেশন অ্যান্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন প্লাস
আর জি ভি এন (RGVN)	রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ বিকাশ নিধি
আর ও (RO)	রেঞ্জ অধিকারিক (রেঞ্জ অফিসার)
এস সি (SC)	তফশিলি জাতি (শিডিউল কাস্ট)
এস ডি জি (SDG)	স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্য (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল্স)
এস এল এফ (SLF)	নির্বাহক্ষম জীবিকা রূপরেখা (সাসটেইনেবল লাইভলিহুড ফ্রেমওয়ার্ক)
এস পি পি (Spp)	স্পেসিস
এস টি (ST)	তফশিলি উপজাতি (শিডিউল ট্রাইব)
এছ ডব্লিউ ও টি (SWOT)	সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুবিধা এবং বিপদ (স্ট্রেংথ্, উইকনেস, অপর্চুনিটি অ্যাণ্ড থ্রেট)
টি ভি (TV)	টাউন্স্যা গ্রাম (টাউন্স্যা ভিলেজ)
টি ভি (TV)	টেলিভিশন
ডব্লিউ এল এস (WLS)	বন্যপ্রাণী নিবাস (ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি)
ডব্লিউ পি এ (WPA)	বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৭২ (ওয়াইল্ডলাইফ (প্রটেকশন) অ্যাক্ট- ১৯৭২)
ডব্লিউ পি সি (WPC)	কর্মসূচি চক্র (ওয়ার্কিং প্ল্যান সার্কেল)

গাছপালা, গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ভেষজ উদ্ভিদ ও অন্যান্য উদ্ভিদের দেশীয় এবং বৈজ্ঞানিক নামেৰ শব্দকোষ

ক্রমিক নং	দেশীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১	আওয়াল	ভিটেক্স স্পেসিস
২	বাদাম	স্ট্যাকুলিয়া আলাটা
৩	বহড়া	টার্মিন্যাল্লি সেবেল্লিরিকা
৪	বজ্রং	জাম্বুয়লাম বাড্রেঙ্গা
৫	বনক	শিমা খাসিয়ানা
৬	বন আম	ম্যাঙ্গিফেরাসিলার্চা
৭	বেলফাই/জলপাই	এলকোকাপ্রুয়ে গ্লোরিবুন্ডাম
৮	বান্দর ফেলা	ডাইসোক্সিলাম্বিনেক্টি ফেরাম
৯	সোনাঝুরি	লাসিয়া ফিস্টুলা
১০	বন শিমূল	ব্যাম্বোক্সিগনোক
১১	বরুণ	ক্র্যাটায়েরারেলিজিওসা
১২	বেলা	স্যাপিয়াম বাক্কাটাম
১৩	ভাদ্রুক	ভিটেক্স পিউবেসেন্স
১৪	ভাতকুর	ভিটেক্স হেটেরোফিলা
১৫	ভোলা	মন্স ল্যাক্রিগাটা
১৬	ভূবি	বাক্কাউরেওস্যাপিডার
১৭	ভুরি	ট্রেউই নিউডিফ্লোরা
১৮	বনসাম	ফোকবে গোয়ান্টজিবেন্সিস্
১৯	বুভা	আইলানথাস গ্র্যান্ডিস
২০	ছাতিম	আলস্টোনিয়াস্কলারিস
২১	কালিগোড়া	ব্যাম্বু সাভালগারস্
২২	কারাইল	ডেন্ড্রকালামুস্ট্রিক্টাস
২৩	খাং	ডেন্ড্রো কালামুসলোঙ্গিসপ্যাথাস
২৪	স্প্রিং ভাচ্	ভিসিয়াস্যাটিভা
২৫	সুন হেম্প	ক্রোলাটারিয়াজুন্সিয়া
২৬	আনচু উদ্ভিদ	মোরিন্ডা আঙ্গুস্টিফোলিয়া
২৭	আনচু উদ্ভিদ	মোরিন্ড্রাটিংক্টোরিয়া
২৮	মান্দার	ক্যালোট্রোপিস জাইগেন্টিয়া
২৯	স্বর্ণলতা	ট্র্যাক্চেলোস্পার মামফ্র্যাগ্রান্স

৩০	আতালরি উদ্ভিদ	পলিগোনুম্বাবার্বাটাম
৩১	লজ্জাবতী	মিমোসা পুডিকা
৩২	আবু টেঙা	অ্যান্টিডেস্মাডিয়াড্রাম
৩৩	আমসিরিকা	আকাসিয়া কন্সিনা
৩৪	সর্পগন্ধা	রাউউলফিয়া সার্পেন্টাইন
৩৫	আলোখনি	কাশিয়া টোরা
৩৬	নল-খাগড়া (ইকরা)	ফ্রাগমাইটেসকার্কা
৩৭	চাল মুগরা	হাইডনোকার্পাসকুর্জিল
৩৮	হরিতকি	টার্মিনেলিয়াচেবুলা
৩৯	গামারি	গ্মেলিনা আর্বোরিয়া
৪০	কদম	অ্যানথ্রোকফ্যালাস কদম্ব
৪১	জাম	ইঙ্গেনিজাম্বোস
৪২	নাগেশ্বর	মেসুয়াফেরিয়া
৪৩	চাম	আর্টোকার্পাস চাপ্লাসা
৪৪	ঘোড়ানিম	মেলিয়া আজেডারাস
৪৫	রেন ট্রি	সামানিয়াসামান
৪৬	পিং	সাইলোমেট্রা পোলিয়াড্রা
৪৭	ছাতিম	আলস্টোনিয়া স্কলারিস
৪৮	কাশ	সাচাম প্রসেরাম
৪৯	খাগড়া	সাচোমস্পন্টারকাম
৫০	ইকড়া	এবিয়ানথাস রাভেনিয়াক
৫১	নল	ফ্র্যাগমিটেস্কার্কা
৫২	রেমা	থাইসানোলিয়ানা ম্যাক্সিমা
৫৩	খড়	ইম্পেরেটা আরুনডিনাসিয়া

কাছাড়িথল যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটি
হাইলাকান্দি বন বিভাগ, এসএসি বন সার্কেল

ক্ষুদ্র পরিকল্পনা
(২০১৬-১৭ থেকে ২০২৬-২৭ পর্যন্ত)

সূচীপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
	অংশ - I	
১	ভূমিকা	
২	এলাকার সাধারণ বিবরণ	
৩	গ্রামের আর্থ-সামাজিক এবং জে এফ এম সি-র বিবরণ রেখাচিত্র	
৪	জীবিকার সম্পদ সংক্রান্ত বিবরণ এবং প্রতিকূলতার পরিপ্রেক্ষিত	
৫	বর্তমান পরিকল্পনা এবং কর্মসূচিসমূহ	
	অংশ - II	
৬	ক্ষুদ্র পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ, সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং বিপদ এবং ব্যবধান বিশ্লেষণ	
৭	গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা	
৮	জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা	
৯	বন উন্নয়ন পরিকল্পনা	
১০	রণকৌশলগুলির রূপায়ণ, সমকালীন বিবরণ এবং বাজেট	
	অংশ - III	
	সারণি, মানচিত্র এবং পরিশিষ্ট	

কাছাড়িথল যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটি
হাইলাকান্দি বন বিভাগ, এসএসি বন সার্কেল

ক্ষুদ্র-পরিকল্পনা
(২০১৬-১৭ থেকে ২০২৬-২৭ পর্যন্ত)

অধ্যায়— I

১. ভূমিকা

১.১ প্রকল্প সম্পর্কে

অসম বন এবং জৈব সংরক্ষণ প্রকল্প (এপিএফবিসি)-এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে বহুমুখী সুসংহত পরিকল্পনা এবং নির্দিষ্ট এলাকার বনের উপর নির্ভরশীল মানুষকে যুক্ত করে অসমে বনজ সম্পদ এবং জৈব বৈচিত্রের সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বনজ এবং অবনজ সম্পদ ব্যবহার করে তাদের জীবিকা এবং জীবনধারার পরিবর্তন সাধন। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে, 'একটি এলাকার বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সহযোগিতায় বনজ পরিবেশ সংরক্ষণ এবং তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বন সংরক্ষণ এবং জৈব বৈচিত্র্যের সম্ভাব্য ব্যবহার নিশ্চিত করা। উপরোক্ত প্রকল্পটি মূলত রূপায়ণ করা হচ্ছে এজেন্সি ফ্রাঁসে দ্য ডেভেলপমেন্ট (এএফডি) অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির আর্থিক সহায়তায়। সঙ্গে আর্থিক সহযোগী হিসাবে রয়েছে অসম সরকার। এই প্রকল্পের পরিকল্পনা, রূপায়ণ, সহযোগিতা এবং বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব থাকবে দ্য আসাম প্রজেক্ট অন ফরেস্ট অ্যান্ড বায়োডায়ভার্সিটি কনজার্ভেশন সোসাইটি (এপিএফবিসি সোসাইটি)-র উপর।

১.২ ক্ষুদ্র পরিকল্পনা এবং জীবিকার উন্নয়ন

বাজারের সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে মূল্য সংযুক্তির মাধ্যমে জীবিকার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বর্তমান প্রকল্পটিতে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, সামগ্রী উন্নতকরণ এবং বিপণনের সুযোগ সুবিধা ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বনজ সম্পদের উপর অত্যধিক চাপের সঙ্গে সংগতি রেখে এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাই বাজারের দাবি অনুযায়ী বর্তমান বনজ সম্পদ এবং জৈব বৈচিত্রকে আরও যথার্থভাবে কাজে লাগানোর উপর জোর দেওয়া দরকার হয়ে ওঠেছে। তার পাশাপাশি বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয় তেমন জীবনধারার উন্নয়নের পদক্ষেপ নেওয়াটাও জরুরি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেধা বৃদ্ধি করে। উক্ত প্রকল্পের অন্তর্গত ক্ষুদ্র পরিকল্পনা এবং জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোর যথার্থ রূপায়ণের উদ্দেশ্যে একটি যৌথ গোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এন্ট্রেপ্রেনারশিপ (আইআইই) গুয়াহাটি, রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ বিকাশ নিধি (আরজিভিএন) এবং সেন্টার ফর মাইক্রো ফাইনান্স অ্যান্ড লাইভলিহুড (সিএমএল) সংস্থাগুলোকে নিয়ে। এই সংগঠনটির নাম দেওয়া হয়েছে ক্ষুদ্র পরিকল্পনা এবং জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য গঠিত মহাজোট (কনসাল্টিং সার্ভিস ফর মাইক্রো প্লানিং এনহ্যান্সিং লাইভলিহুড অপরচুনিটিজ) সংক্ষেপে কম্পেলো। প্রকল্পটির নির্দেশনা অনুযায়ী এই ক্ষুদ্র পরিকল্পনায় রয়েছে বিভিন্ন ধরনের গ্রামোন্নয়ন এবং বন উন্নয়ন, বনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়নে সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ। এর অন্তর্গত রয়েছে বন উন্নয়ন এবং জীবিকা উন্নয়ন।

১.৩ কাছাড়িথল জেএফএমসির জন্য ক্ষুদ্র পরিকল্পনা

অসমের হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত কাছাড়িথল জেএফএমসির জন্য ক্ষুদ্র প্রকল্পের তথ্য এখানে দেওয়া হল। এই জেএফএমসি রয়েছে দক্ষিণ অসম বন সার্কলের অন্তর্গত হাইলাকান্দি বন বিভাগের মধ্যে। পরবর্তী অংশে এই জনগোষ্ঠীর বিস্তৃত পরিচিতি দেওয়া হয়েছে।

২. এলাকার সাধারণ বিবরণ

২.১ সাধারণ বিবরণ

হাইলাকান্দি বন বিভাগ অবস্থিত নিম্ন অসম জোনের অন্তর্গত দক্ষিণ অসম সার্কেলের মধ্যে। হাইলাকান্দি জেলার মধ্যেই এই বিভাগটির সীমানা সীমাবদ্ধ। এর মোট ভৌগোলিক এলাকা হচ্ছে ১৩২৭ বর্গ কিলোমিটার। হাইলাকান্দি জেলার সঙ্গে রেল এবং সড়ক পথে যথার্থ যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। জেলাটির প্রবেশপথে রয়েছে পাঁচগ্রাম। পাঁচগ্রামের মাধ্যমেই দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে জেলাটি। পাঁচগ্রাম হয়ে চলে গেছে জাতীয় সড়ক নং ৫৪। জেলাটির সঙ্গে রেল যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে পাঁচগ্রামের মাধ্যমে বদরপুর জংশন (করিমগঞ্জের অন্তর্গত) এবং শিলচর জংশন (কাছাড় জেলার অন্তর্গত) এর সঙ্গে। রেলের একটি শাখা চলে গেছে পাঁচগ্রাম থেকে ভৈরবী (মিজোরামের সঙ্গে আন্তঃরাজ্য সীমানায়) পর্যন্ত। জেলার পশ্চিম সীমান্তে রয়েছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে বিস্তৃত লুসাই পাহাড়ের পরিবর্ধিত অংশ। গুটগুটি জলধারা থেকে ছাতাচূড়া শিখর পর্যন্ত খাড়া উঠে গেছে ভূমি। এই পর্বত শিখরের উচ্চতা হল ৬০০ মিটার। ছাতাচূড়া শিখর থেকে চারদিকে ভূমির বিস্তার ঘটেছে এবং তার উত্তরাংশ এসে বদরপুরের কাছে এসে শেষ হয়েছে। পূর্বদিকে লুসাই পাহাড়ের বিস্তার ঘটে নেমে এসে স্পর্শ করেছে হাইলাকান্দি, কাছাড় এবং মিজোরামে যৌথ সীমানায়। সেখান থেকে পাহাড় ঢালু হয়ে ১০০ মিটার অব্দি নীচে নেমে প্রবেশ করেছে এলাকার চা বাগানগুলোতে। লুসাই পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়েছে ধলেশ্বরী নদী। ধলেশ্বরী থেকে উত্তরমখী প্রবাহে বেশ কয়েকটি শাখা বরিয়েছে, সেগুলো হচ্ছে ঝালনাছড়া, পালাইছড়া, কুকিছড়া, রূপছড়া ইত্যাদি। পরে তা রূপছড়ার পাশ থেকে মানুষের তৈরি নদী কাটাখালে রূপান্তরিত হয়েছে।

জেলাটির সমতলভূমিতে অনেকগুলো পরিত্যক্ত জলধারা রয়েছে যেগুলো বর্ষাকালে পরিপূর্ণ হয়ে মূল নদীগুলোর সঙ্গে সংযাগ স্থাপন করে। এ ছাড়া রয়েছে অনেক বিল এবং বৃহৎ জলাশয় যার অধিকাংশই রয়েছে জেলার উত্তরাদিকে ২৪°৩০' অক্ষাংশে। তার ঠিক উল্টোদিকে অর্থাৎ দক্ষিণাঞ্চলের ভূপৃষ্ঠ ক্রমশ উঁচু পার্বত্য এলাকায় পর্যবসিত হয়ে ছাতাচূড়া শিখরে এসে মিশেছে।

২.২ অবস্থিতি

সমগ্র বিভাগটি অবস্থিত ৯২°২৫' পূর্ব থেকে ৯২°৪৬' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২৪°৮' উত্তর থেকে ২৪°৫৩'উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং সর্বোচ্চ উচ্চতা হচ্ছে ২১মিটার (৬৮.৮ ফুট)। উত্তর এবং পূর্ব সীমান্তে রয়েছে কাছাড় জেলা এবং পশ্চিমে করিমগঞ্জ জেলা। দক্ষিণে রয়েছে মিজোরামের সঙ্গে আন্তঃরাজ্য সীমানা। হাইলাকান্দি হচ্ছে জেলা সদর এবং বন বিভাগের কার্যালয়। জেলা সদর হাইলাকান্দি ছাড়া জেলার অন্যান্য উল্লেখেযোগ্য জনবসতি এলাকাগুলো হচ্ছে পাঁচগ্রাম, লালাবাজার, কাটলিছড়া, কুকিছড়া এবং ঘাড়মুরা বাজার। পাঁচগ্রাম হচ্ছে একটি শিল্পাঞ্চল যেখানে রয়েছে কাছাড় কাগজ কল (ভারত সরকারের সংস্থা হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেড-এর একটি ইউনিট)।

(পরিশিষ্ট I-এলাকার ম্যাপচ পরিশিষ্ট II-জেএফএমসির রাস্তা)

২.৩ মৃত্তিকা

জেলার মধ্যাঞ্চলে পাললিক সমতল অঞ্চল ভেঙেছে তরঙ্গায়িত এবং নিচু টিলা দ্বারা পূর্ব এবং সুদূর পশ্চিম প্রান্তে ; এবং দক্ষিণে এটিকে ঘিরেছে উচ্চতর পাহাড়। যদি গোটা বরাক উপত্যকাকে দেখা যায়, দেখা যাবে হাইলাকান্দি অবস্থিত উত্তর-দক্ষিণে কয়েকটি কোঁচকানো ভৌগোলিক কাঠামোয়। এর কারণ সুরমা উপত্যকার পাললিক স্তর কুঁচকে গেছে উত্তর-দক্ষিণ প্বাহে। এটাই পাহাড় ও উপত্যকার বিকল্পে উঁচু হয়েছে। উপত্যকায় দৃশ্যমান সবচেয়ে পুরনো পাথরগুলি তৈরি হয়েছে বড়াইল পর্বতমালার বেলেপাথর দিয়ে। এই পাহাড় আবৃত অরণ্যে এবং চা-চাষের জন্য অনুপযোগী। পর্বতমালায় স্তরে স্তরে রয়েছে বেলেপাথর। সুরমা উপত্যকার উপরিতলে রয়েছে নরম বেলেপাথর যার মিশ্রণ ঘটেছে বিশুদ্ধতাহীন বেলে পাথরের সঙ্গে। এই তলকে উঁচু করেছে টিলা শ্রেণি। ঢাল গঠনে টিপম শ্রেণিও দেখা যায়। এই তলগুলি কঠিনতর। অধিকাংশ চা-চাষই দেখা যায় টিপম তল অথবা সুরমা উপত্যকার উচ্চ অংশে। এই উপত্যকার ভূতত্ত্ব জানান দেয় যে মাটি ও জল সংরক্ষণের পরিমাপ উপত্যকার পুনর্বার ক্ষয় রোধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষই একমাত্র ত্বরান্বিত করেছে ক্ষয় পরিস্থিতির শ্লথ ভূতাত্ত্বিক পক্রিয়া। এই অঞ্চলের পুঙ্খানুপুঙ্খ ভূতাত্ত্বিক অধ্যয়ন করেছিলেন পি ইভান্স গত শতকের পথমদিকে। তাঁর মত হল, এই অঞ্চল ক্ষয়ের ক্ষেত্রে সক্রিয় এবং পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট শঙ্কা আছে।

২.৪ জলবায়ু

এই এলাকাটি উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৌসুমীবায়ুর অন্তর্গত এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হল ২৫০০-৩৩০০ মিলিমিটার। অর্থাৎ বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৩০০০মিলিমিটার এবং তার ৮০-৮৫ শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে এপ্রিল/মে-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের মধ্যে। সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারি হচ্ছে শুষ্কতম মাস। গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ এবং ন্যূনতম তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৫° এবং ২৬° সেন্টিগ্রেড। শীতকালে সর্বোচ্চ এবং ন্যূনতম তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৫° এবং ১১° সেন্টিগ্রেড। বর্ষাকালে এই জেলা বন্যার কবলে পড়ে।

২.৫ জল

লঙ্গাই এবং শিংলা নদী এবং তার শাখানদী সমূহ ছাড়াও বরাক নদীর উত্তর পারের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা খাল ইত্যাদি হচ্ছে পানীয় জলের উৎস। গ্রামাঞ্চলের মানুষ এইসব খাল এবং শাখানদী ছাড়াও নলকূপ, কুয়ো ইত্যাদি থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে থাকেন। সাধারনত জেলার জলস্তর অনেকটা উপরে থাকে এবং সমতলে মাটির ২-৩ মিটার তলাতেই জলের সন্ধান পাওয়া যায়। শীতকালে জলস্তর নেমে যায় ভূমি থেকে ৬ থেকে ১০ মিটার তলা পর্যন্ত। পাহাড় অঞ্চলে ব্যাপক বনধ্বংসের ফলে জলের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কাদামাটি, বালি ইত্যাদি নেমে আসে সমতলে। শীতকালে অধিকাংশ জলের উৎসই শুকিয়ে যায়।

২.৬ পরিবেশতন্ত্র এবং জৈব বৈচিত্র্য

কাঠ, বাঁশ, বেত, পাথর, বালি হচ্ছে এই বিভাগটির মূল বনজ সম্পদ। এই বনাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়, যেমন, টিক, সুন্দি, গামারি ইত্যাদি। প্রচুর পরিমাণে বাঁশ উৎপন্ন হয় যা পাশাপাশি এলাকার কাগজ কলে পাঠানো হয়। এখানে কিছু বিশেষ ধরণের স্থানীয় বনজ সম্পদ উৎপন্ন হয়। এই বিভাগের মালভূমির বনাঞ্চলে উৎপন্ন হয় গামারি, চাম, গুর্জান, মরিচা-সুন্দি, তিল-সুন্দি, হেরুহতিয়া, পমা, গান্দ্রই, কুরতা, করই ইত্যাদি। এছাড়াও অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতায় উৎপন্ন হয় প্রচুর পরিমাণে তুলো, কদম, জাম, আওয়াল, কুরতা, নাগেশ্বর, চালতা, বনাক, হরিতকী, পিং ইত্যাদি। পার্বত্য এলাকার সঙ্গে সমতলভূমির সংযোগস্থলে উৎপন্ন হয় অনেক জলজ উদ্ভিদ। এই সমস্ত অঞ্চলে উৎপন্ন হয় তারা, একোরা, নল, খাগরা ছাড়াও জারুল, পারলি ইত্যাদি। এই বিভাগটির বনাঞ্চলে অন্তত নয় প্রজাতির বাঁশ উৎপন্ন হয়ে থাকে। ব্যপক হারে জুম চাষ করায় কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাঁশের চারা এবং অন্যান্য সামগ্রী উৎপন্ন হয়। বেতের চারটি প্রজাতি এখানে পাওয়া যায়। সেগুলো হচ্ছে গল্লা, মনা, জালিয়াদ এবং সুন্দি। বেত উৎপাদনের এলাকাগুলো অপেক্ষাকৃত কম এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকায় বেতের বাণিজ্যিকীকরণের ক্ষেত্রে যথার্থ অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে না। বেত উৎপাদন এবং বিপণনের বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপের কথা বিভিন্ন সময় চিন্তা করা হলেও তা কার্যকর না হওয়ায় বেত উৎপাদন শিল্প এখনো অবৈধভাবে চলছে এবং তা কিছুতেই প্রতিহত করা সম্ভব হচ্ছে না। যথার্থ সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে এই বনাঞ্চলে বেতের উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের মত এই বন্যাঞ্চলে অনেক বন্য জন্তুও পাওয়া যায়, যেমন বাঘ, হাতি, ভালুক, কাঠবিড়াল, হরিণ, হায়না, বুনো শুয়োর, বিভিন্ন প্রজাতির কচ্ছপ, ভারতীয় অজগর, কোবরা ইত্যাদি। হাইলাকান্দি বনবিভাগের অন্তর্গত দুটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল হচ্ছে ইনারলাইন রিজার্ভ ফরেস্ট এবং কাটাখাল রিজার্ভ ফরেস্ট। এর মোট বিস্তৃতি হচ্ছে ৭৪১.১৫১ বর্গ কিলোমিটার।

সারণি নং ১: হাইলাকান্দি বন বিভাগের অন্তর্গত সংরক্ষিত বনাঞ্চলের তালিকা

বিভাগের নাম	সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নাম	মোট নথিভুক্ত এলাকা (হেক্টার)
হাইলাকান্দি	ইনার লাইন	৩৯৮৪৯.৪৫
	কাটাখাল	১৩৯৮৬.২৯
	মোট	**৫৩৮৩৫.৭৪**

২.৭ বনাঞ্চলের প্রকার

এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলে দুই ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে-

১। কাছাড় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চিরহরিৎ বনাঞ্চল

২। কাছাড় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অর্ধচিরহরিৎ বনাঞ্চল

কাছাড় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চিরহরিৎ অরণ্য দেখা যায় উত্তর ও পূর্বদিকে যেখানে ঢালে এখনও কৃষি করা হয়নি। পাথুড়ে ও জলস্রোতের তীরেও এগুলি দেখা যায়। অধিকাংশ গঠনই হয় পাহাড়ের নিম্ন ঢালে। এই প্রজাতির মূল বৈশিষ্ট্য ডিপটেরোকরপাস টারবিনেটাস এবং প্যালাকুইন পলিয়ানথাম। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জুম কৃষির বিশাল ও ধারাবাহিক সম্প্রসারণের ফলে এই গঠন ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। পাহাড়ের উচ্চ ঢাল কাছাড় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অর্ধচিরহরিৎ অরণ্য গঠনের উপযোগী। আর্টোকরপাস চাপলাসা ও ডিপটেরোকরপাস টারবিনেটাস হল এই গঠনের প্রধান জাতি। কিন্তু এই ধরনের গঠন খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে হয় বাঁশঝাড় অথবা তৃণাঞ্চলে পরিণত হয়েছে এবং এখন খুব কম স্থানে দৃশ্য জুম চাষের অনুশীলনের জন্য।

২.৮ জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের চিন্তাভাবনা

■ জ্বালানি কাঠ হিসাবে ব্যবহারের জন্য ব্যাপকহারে বনধ্বংস এবং মানুষের অতিরিক্ত অত্যাচারের ফলে এই বনাঞ্চলের অনেক উদ্ভিদের চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। অবৈধভাবে মানুষের বসতি স্থাপন, পার্বত্য এলাকায় ব্যাপক জুমচাষ, সমতলে চাষবাস, পানজুম এবং গাছ কাটার ফলে সারা বনাঞ্চল জুড়ে বনধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে। এর ফলস্বরূপ স্বকীয়তা হারিয়ে অনেক মূল্যবান বনজ সামগ্রীর উৎপাদন কমে যাচ্ছে যা অত্যন্ত চিন্তার কারণ।

■ অবৈধভাবে বনাঞ্চল দখল এবং আধিয়ার ব্যবস্থা প্রতিহত করার কোনো পদক্ষেপ না থাকায় দ্রুতগতিতে হারিয়ে যাচ্ছে সংরক্ষিত বনাঞ্চল। এলাকার আইনগতভাবে বসবাসকারী গ্রামবাসীরাই এই বেদখলের কাজে জড়িত রয়েছে। সময়ের সাথে সাথে এই পরিবারগুলোও বড় হচ্ছে। ইতিপূর্বে এই পরিবারগুলো তাদের থপ্রয়োজনে অতিরিক্ত জমির জন্য আবেদন করত। যা নির্দিষ্ট সরকারি নিয়মনীতি পালনের পর অনুমতি দেওয়া হত। কিন্তু বন (সংরক্ষণ) আইন ১৯৮০ কার্যকর হওয়ার পর এই নিয়মটিও বন্ধ হয়ে যায়। ফলত গ্রামবাসীরা টিলার পর টিলা বেদখল করে তা চাষের কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে।

■ রিয়াং শরণার্থী সমস্যা ঃ হাইলাকান্দি জেলার দক্ষিণ সীমান্তে রয়েছে মিজোরাম সীমান্ত যা মূলত খ্রিস্টান ধর্মীয় অধিবাসীদের বাসস্থান। প্রায় শতাব্দীকাল আগে এই রাজ্যের অধিবাসীরা খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। এই ধর্মান্তরকরণের ফলে অঞ্চলটির সামাজিক চরিত্রেও পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, যেমন খ্রিস্টান উপজাতি এবং অখ্রিস্টান হিন্দু উপজাতিদের মধ্যে। অতীতের এই সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার উল্লেখ রয়েছে পি এন ভট্টাচার্যের প্রকল্পে। অতীতেও রিয়াং এবং মিজো জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক ছোট এবং বড় আকারের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে গেছে।

■ ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসের সংঘর্ষের পর প্রায় ৬৬টি (প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এই সংখ্যা প্রায় দুশো) রিয়াং

পরিবার পালিয়ে এসে সংরক্ষিত বনাঞ্চলটির অন্তর্গত মুকাম এবং ভৈরবী উন্নয়ন খণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বেই এই এলাকাটি ছিল রিয়াং জনবসতিপূর্ণ। তাই নতুন করে এই অঞ্চলে মিজোরাম থেকে রিয়াংদের অনুথপ্রবেশ বন্ধ করার পদক্ষেপ না নিলে সমগ্র মুকাম এবং ভৈরবী এলাকা অদূর ভবিষ্যতে জবরদখলকারীদের হাতে চলে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেসময় এব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে পারেনি। শীঘ্রই এই শরণার্থীদের নিজস্ব বাসভূমিতে ফিরিয়ে পাঠানো উচিত। (দ্রষ্টব্য ঃ ডব্লিউপি ১৯৯৯-২০১০)। দ্রুতগতিতে ধ্বংসের মুখ থেকে এই বনাঞ্চলের উদ্ভিদ এবং বন্যপ্রাণী প্রজাতিগুলো রক্ষায় প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ তথা ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। বর্তমানে এই বনাঞ্চল বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বনাঞ্চলটির বেশ কিছু প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পথে। বিশেষত বৃক্ষ প্রজাতিদের রক্ষা করতে অনতিবিলম্বে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

৩. গ্রামের আর্থসামাজিক এবং জেএফএমসির পরিচয়

৩.১ মূল তথ্য

কাছাড়িথল একটি রেভেনিউ বা রাজস্ব গ্রাম যা হাইলাকান্দি জেলায় অবস্থিত। জেএফএমসি রেজিস্টার্ড হয়েছে ২০০৫ সালের জুন মাসে এবং পুনঃ-রেজিস্ট্রেশন হয়েছে ২০১৫ সালে হাইলাকান্দি ডিভিশন তথা হাইলাকান্দি এফডিএ-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকের কার্যালয়ের অধীনে।

সারণি-এক ঃ জেএফএমসির জরুরি তথ্য

জেএফএমসির নাম	কাছাড়িথল
বনাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত গ্রামের নাম	কাছাড়িথল
রাজস্ব চক্র	লালা
জেলা	হাইলাকান্দি
বন বিভাগ	হাইলাকান্দি
ফরেস্ট রেঞ্জ	মাটিজুরি
ফরেস্ট বিট	লালচেরি
তৈরির বছর	২২/১১/২০০৬
রেজিসট্রেশন নং	এসএসি/এইচকেডি/০৩
জেএফএমসির সীমানার বিবরণ	নিম্নপ্রদত্ত অনুযায়ী উত্তরে ঃ আই বি টিলা দক্ষিণে ঃ লালচেরা পশ্চিমে ঃ লালচেরা নালা পূর্বে ঃ গদ্রিশপুর

সূত্র ঃ জেএফএমসি রেকর্ড এবং জুন ২০১৬তে পিআরএ চলাকালীন আলোচনা

৩.২ কার্যবাহী কমিটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

নিম্নপ্রদত্ত সারণিতে জেএফএমসির কর্মসমিতি এবং সাধারণ সমিতির সংক্ষিপ্ত তথ্য প্রদান করা হল। (পরিশিষ্ট IV- তালিকা, পরিশিষ্ট V- জেএফএমসি সদস্যদের যৌথছবি)

সারণি-খ ঃ কার্যবাহী কমিটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

নাম	অভিভাবকের নাম	বয়স	শিক্ষা	পদমর্যাদা
সুশীলচন্দ্র রায়	ললিতচন্দ্র রায়	৪৩	চতুর্থ	সভাপতি
প্রেমশ্বর দেবনাথ	প্রয়াত প্রভাত দেবনাথ	৫৮	উচ্চ মাধ্যমিক	সদস্য সবি (এফ আর I)
রাজেন্দ্র রায়	রমেশ রায়	৩৯	ষষ্ঠ	সদস্য
দিলীপ মাঝি	সুবল মাঝি	৪০	তৃতীয়	সদস্য
বিকেশ খুসিন	ওয়ারুইন খুসিন	৩২	চতুর্থ	সদস্য
রিডা খাসিন	কেওয়েল খাসিন	৩৫	নবম	সদস্য
স্বপন মজুমদার	প্রশান্ত মজুমদার	৩৬	দশম	সদস্য
বাসন্তী ঘাটোয়ার	গোপাল ঘাটোয়ার	২৩	ষষ্ঠ	সদস্য
মণিগোপাল মাঝি	নরেন্দ্র মাঝি	৪৪	পঞ্চম	সদস্য
নীলিমা মজুমদার	রন্টুসা মজুমদার		দশম	সদস্য
সঞ্জু মাঝি	গোবিন্দ্র মাঝি	৩২	ষষ্ঠ	সদস্য
হরেন্দ্র মাঝি	সুরেশ মাঝি	৪২	সপ্তম	সদস্য
মানিক রায়	কুষ্ণমণি রায়	৪০	নবম	সদস্য

তথ্য ঃ জেএফএমসি রেকর্ড

৩.৩ পরিবার এবং জনবিন্যাস

গ্রামটিতে মোট ১০৫টি পরিবার রয়েছে, তার মধ্যে ১০২টি পরিবারের অবস্থান হচ্ছে দারিদ্রসীমার নীচে (বিপিএল)। মহিলা প্রধান পরিবারের সংখ্যা লভ্য নয়।

সারণি-গ ঃ জনসংখ্যাগত তথ্য

জনবিন্যাস				
জাতি / সম্প্রদায়	**পরিবার**	**পুরুষ**	**মহিলা**	**মোট**
সাধারণ	০	০	০	০
ওবিসি (OBC)	০	০	০	০
তফশিলি জাতি (SC)	১৫	৪৫	৪২	৮৭
তফশিলি উপজাতি (ST)	৯০	১৮৩	১৮২	৩৬৫
সংখ্যালঘু	০০০	০	০	
অন্যান্য	০	০	০	০
মোট	**১০৫**	**২২৮**	**২২৪**	**৪৫২**

মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ৪৫২, তারমধ্যে ২২৮জন পুরুষ এবং বাকিরা মহিলা সদস্য। জনসংখ্যার অন্তর্গত ৮৭জন তফশিলি জাতি (SC)র, ৮৭জন তফশিলি উপজাতি (ST), অন্যান্য, অনুন্নত সম্প্রদায়ের এবং সাধারণ জাতিগোষ্ঠীর সদস্য ০।

(১) প্রতিটি পরিবারে গড় সদস্য সংখ্যা ৪জন।

(২) গ্রামটিতে লিঙ্গের আনুপাতিক হিসাব হচ্ছে প্রতি ১০০০ পুরুষের বিপরীতে মহিলার সংখ্যা ৯৮২জন।

সারণি-ঘ ঃ বয়সভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

বয়স এবং লিঙ্গ বিভাজন					
বয়স শ্রেণি	**৫ বছর**	**৫-১৮ বছর**	**১৮-৪৫ বছর**	**৪৫-৬০ বছর**	**>৬০ বছর**
পুরুষ	১৮	২৫	৫০	১১০	৭
মহিলা	১৫	৩২	৪০	১২০	১৫
মোট	**৩৩**	**৬৭**	**৯০**	**২৩০**	**২২**

৩.৪ শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন

জনসংখ্যার ৮.৮ শতাংশ শিক্ষিত। সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সদস্য স্কুলশিক্ষা গ্রহণ করেছে।

সারণি- ঙ ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা

বয়স ক্রম	কেজি/ নার্সারি	চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত	পঞ্চম থেকে সপ্তম	অষ্টম -নবম	দশম-দ্বাদশ	স্নাতক	মাস্টার্স	অশিক্ষিত
< ২৫ বছর	০	২০	১০	১০	০	০	০	১৫০
> ২৫ বছর	০	০	০	০	০	০	০	২৬২
মোট	০	২০	১০	১০	০	০	০	৪১২

৩.৫ জমি ব্যবহারের ধরন

গ্রামে জমি ব্যবহারের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

চাষের জমি ঃ ৫৯.৬০ হেক্টার
উদ্ভিদ আচ্ছাদিত ঃ ২৭০ হেক্টার
বসতি ঃ ১২ হেক্টার
জলাভূমি ঃ ৩০ হেক্টার (জলাবৃত অঞ্চল সহ)
অন্যান্য ঃ ৬০ হেক্টর জবরদখলকারীদের দখলে

৩.৬ ভূমি মালিকানার ধরন

জমি ব্যবহারকারীদের তথ্য অনুযায়ী জনবসতির নমুনা নিম্নরূপ ঃ

■ ২৩ শতাংশ পরিবার ভূমিহীন

■ ৪১ শতাংশ পরিবার প্রান্তিক চাসি (২ হেক্টার থেকে কম)

■ ৩৬ শতাংশ পরিবার ক্ষুদ্র চাসি (২-১০ হেক্টার)।

৩.৭ গবাদি পশু

গ্রামের মোট গবাদি পশুর সংখ্যা হল ১৩৫০। গ্রামবাসীদের গবাদি পশুর মধ্যে প্রধানত রয়েছে ঃ

সারণি - চ ঃ গবাদি পশুর বিস্তৃত তথ্য

গবাদি পশুর সংখ্যা		
ক্রমিক নং	**পশু**	**সংখ্যা**
১	গরু	৬০
২	ষাঁড় / বলদ	৩০০
৩	মহিষ (দুগ্ধবতী)	৫
৪	মহিষ (বন্ধ্যা)	৩৫
৫	ভেড়া	৫০
৬	মুরগি	৫০০
৭	হাঁস	৪০০

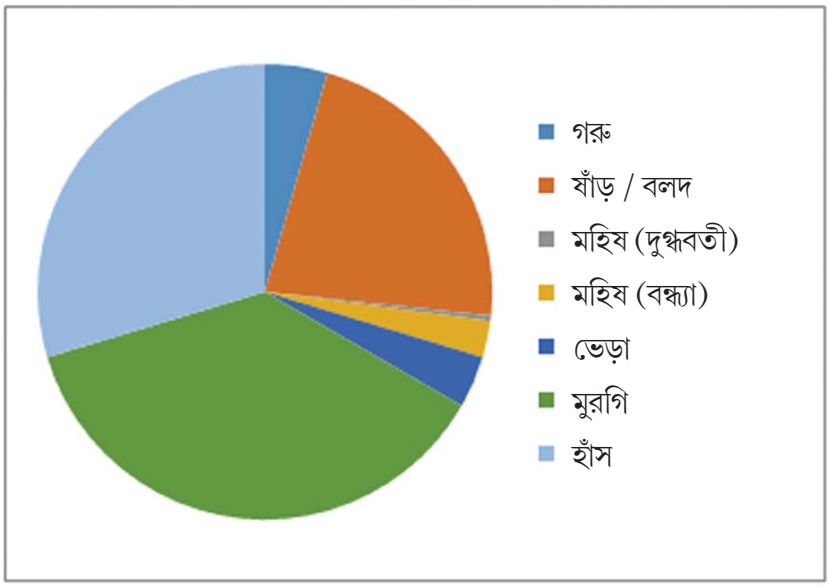

৩.৮ গ্রামের পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

যেকোনো জনবসতিতে; বর্তমান প্রাথমিক পরিকাঠামোর উপরই নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহের উন্নয়নের বিষয়টি। বর্তমানে গ্রামের পরিকাঠামো ব্যবস্থা আশানুরূপ নয়। গ্রামের পরিকাঠামো ব্যবস্থার বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

সারণি- জঃ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো

ত্র মি ক নং	নির্দিষ্ট পরিকাঠামো	অবস্থান (গ্রামের ভেতরে অথবা বাইরে)	সংখ্যা (যদি প্রযোজ্য)	গ্রাম থেকে দূরত্ব (কিমিতে)	মন্তব্য
১	বাস স্ট্যান্ড	বাইরে	১	১.০ কিমি	ভালো
২	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	বাইরে	১	৪.০ কিমি	ভালো
৩	প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভেতরে	৩		ভালো
৪	মধ্য বিদ্যালয়	বাইরে	২	৫ কিমি	ভালো
৫	উচ্চবিদ্যালয়	বাইরে		১০ কিমি	ভালো
৬	উচ্চতর বিদ্যালয়	বাইরে		২২ কিমি	ভালো
৭	কলেজ	বাইরে		২৬ কিমি	ভালো
৮	ডাকঘর	বাইরে		৫ কিমি	ভালো
৯	ব্যাংক	বাইরে		২৬ কিমি	ভালো
১০	টেলিফোন	ভেতরে			
১১	অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	ভেতরে	১		
১২	গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়	বাইরে	২	১৫ কিমি	চলছে
১৩	রাজস্ব চক্র কার্যালয়	বাইরে	১	৭০ কিমি	
১৪	পুলিশ থান	বাইরে	১	৬ কিমি	ভালো
১৫	ফরেস্ট বিট অফিস	বাইরে	১	৬ কিমি	গড়
১৬	ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস	বাইরে	১	৩৫ কিমি	
১৭	রেলস্টেশন	বাইরে	১	৭০ কিমি	ভালো
১৮	পানীয় জলের উৎস	ভেতরে			মন্দ
১৯	সমাজগৃহ	বাইরে		১ কিমি	ভালো
২০	বিদ্যুৎযুক্ত ঘর	লভ্য নয়			
২১	রাস্তার আলো	লভ্য নয়			

উপরোক্ত সারণি থেকে গ্রামটির পরিকাঠামোগত অবস্থান সম্পর্কে নিম্নপ্রদত্ত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে ঃ

প্রাকৃতিক পরিকাঠামো ঃ গ্রামবাসীরা প্রাথমিক প্রাকৃতিক পরিকাঠামো যেমন মসৃণ রাস্তা, বিদ্যুৎ, জল জোগান, মোবাইল নেটওয়ার্ক ইত্যাদি সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা ঃ গ্রামে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা ন্যূনতম। গণ পরিবহণ অলভ্য এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিকটবর্তী অঞ্চলে যেতে অসুবিধে হয়।

সরকারি কার্যালয় ঃ সরকারি কার্যালয় (যেমন পুলিশ থানা, গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়, রেভেনিউ অফিস প্রভৃতি) বেশ দূরে অবস্থিত, গ্রামবাসীরা এগুলি নিয়মিত ব্যবহার করতে পারেন না কেননা নিকটবর্তী এলাকা থেকে গণ পরিবহণের ব্যবস্থা নেই।

আর্থিক অংশগ্রহণ ঃ আর্থিক অংশগ্রহণ যেমন ব্যাংক ও ডাকঘর অবস্থিত গ্রামের বসতি বেশ কিছুটা দূরে। তবে সম্প্রদায়ের খুব কম সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অথবা পোস্টাফিসে সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছে।

৩.৯ কৃষি/ফসল

খারিফ শস্য ঃ ধান
রবি শস্য ঃ সবজি
অধিকাংশ ফসলই বৃষ্টিতে হয়।
অধিকাংশ পরিবারই ধান চাষে জড়িত।
এসব শস্যের উৎপাদন ও পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ
(ক) ধান ঃ উৎপাদন ঃ ২৪০০ পরিমাণ ১৫০ /হেক্টার

৩.১০ পশুখাদ্য

নিকটবর্তী বনের ওপর এব্যাপারে গ্রাম নির্ভরশীল। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য গ্রামের মূল উৎস নিম্নরূপ ঃ
(ক) নিকটবর্তী অঞ্চল
(খ) স্থানীয় অঞ্চল

৩.১১ বাজার

গ্রামের বাইরে কয়েকটি বাজার আছে। সম্প্রদায়ের সদস্যরা প্রধান যেসব বাজার ব্যবহার করেন সেগুলি নিম্নরূপ ঃ (ক) মুদিখানা / গণবণ্টন ঃ ২ কাদানিলেট ১ কিমি দূরে (যদি অন্য গ্রামে থাকে)

৩.১২ জলের উৎস

প্রধান জলের উৎসগুলো হচ্ছে ঃ
(ক) বাঁধানো কুয়ো (জল লভ্যতা ঃ বারোমাস)
(খ) টিউবওয়েল (জল লভ্যতা ঃ বারোমাস)
(গ) হ্যান্ড পাম্প (জল লভ্যতা ঃ বারোমাস)

৩.১৩ শক্তির (জ্বালানি) উৎস

গ্রামের প্রধান শক্তির উৎসগুলো নিম্নে প্রদত্ত হল।
(ক) জ্বালানি কাঠ ঃ পরিবার নির্ভরশীল ঃ ১০৫টি। উৎস ঃ জঙ্গল
(খ) সৌরশক্তি ঃ পরিবার নির্ভরশীল ঃ ৩টি। উৎস ঃ সূর্য

৩.১৪ আর্থ-সামাজিক অবস্থান

সামাজিক অবস্থান ঃ গ্রামটি সাধারণ সম্প্রদায় অধ্যুষিত। এখানে জাতিপ্রথা আছে। গ্রামসাজে গভীর সামাজিক বিভাগ দেখা যায়। তবে মহিলাদের মর্যাদা সন্তোষজনক।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। অধিকাংশ মানুষই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জীবিকার জন্য তরুণ এবং অন্যদের বৃহৎ সংখ্যায় প্রব্রজন হয়নি। অধিকাংশ পরিবারের বার্ষিক আয় ২৪০০০ থেকে ২,১৬,০০০ টাকা।

৪. জীবিকার সম্পদের তথ্যাবলী এবং দুর্বলতার দিকগুলি

এই অধ্যায়টিতে দেখানো হয়েছে জীবিকা অর্জনের সামগ্রী এবং বর্তমানে গ্রামে সেগুলোর লভ্যতা নিয়ে। লভ্যতা সম্পর্কিত তথ্যও বর্ণনা করা হয়েছে।

৪.১ জীবিকার সম্পদগুলির বিশ্লেষণ

নির্বাহক্ষম জীবিকা রূপরেখা (সাসটেইনেবল লাইভলিহুড ফ্রেইমওয়ার্ক সংক্ষেপে এসএফএল)

অনুযায়ী, মূলত জীবিকানির্বাহের পাঁচটি প্রধান উপকরণ রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে মানব সম্পদ, আর্থিক মূলধন, সামাজিক মূলধন, প্রাকৃতিক মূলধন এবং পরিকাঠামোগত মূলধন যা গ্রামবাসীদের জীবিকার উন্নয়নে প্রয়োজনীয়।

মানব সম্পদ

কাছাড়িথল জেএফএমসি-তে খুবই উচ্চস্তরের মানবসম্পদ। সমীক্ষাকৃত মোট জনসংখ্যার ৭৯.৬০ শতাংশ শ্রমজীবী শ্রেণি (১৮-৬০ বছর) যা বেশ উঁচু। আগামী বছরগুলিতে গ্রামের উন্নয়নের সামর্থ্য আছে। তবে গ্রামের মানুষের তাৎপর্যপূর্ণ কোনো নৈপুণ্য চোখে পড়েনি। মানুষ খুবই সক্রিয় এবং তাদের প্ধান জীবিকা কৃষি, সেটাই তাদের জীবনযাপনের পথমিক উৎস।

প্রাতিষ্ঠানিক মূলধন

গ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক বা ফিজিক্যাল সম্পদের মূল্যায়ন করা হয়েছে মৌলিক পরিকাঠামোর উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতির ভিত্তিতে, যেমন রাস্তা ও পরিবহণ, বিদ্যুৎ, পুলিশ থানা, বিদ্যালয়, ডাকঘর প্রভৃতি। গ্রামের এক কিলোমিটার দূরে একটি বাস স্ট্যান্ড আছে। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি মিডল স্কুল থাকলেও কোনো উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজ নেই। ফলত উচ্চশিক্ষা গ্রহণে পড়ুয়াদের অসুবিধে হয় এবং এজন্য স্বাভাবিকভাবেই স্কুল-ছুটের সংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছে। গ্রামবাসীরা তাঁদের সামাজিক সমস্যা আলোচনার জন্য একটি সমাজগৃহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আছে যা শিশুদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।

প্রাকৃতিক মূলধন

গ্রামে কৃষিভূমির পরিমাণ ৩০০ বিঘা যাতে প্রতি বছর ২৪০০০ মন ধান উৎপাদন হয়। ১০৫ টি পরিবার এতে সরাসরি নির্ভরশীল কেননা এটাই তাদের জীবনযাপনের প্রধান উৎস। গমের ভেতরে রয়েছে কাটাখাল সংরক্ষিত বনাঞ্চল, কিন্তু তার অবস্থা খুবই খারাপ। এজন্য অনতিবিলম্বে উপযুক্ত বনানীকরণ কর্মসূচি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সামাজিক মূলধন

গ্রামের সব মানুষ সমগোত্রীয় যারা ঐক্য ও ধর্মীয় সংহতিতে শান্তিতে বাস করে। ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ চলে প্রধানত পাঁচটি মন্দিরে। গ্রামের তিনটি মন্দির, একটি চার্চে গোটা বছর জুড়ে ধর্মীয় কার্যকলাপ চলে। স্বনির্ভরশীল গোষ্ঠী খুবই সক্রিয় এবং তারা গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করছে।

আর্থিক মূলধন

গ্রামের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। এখন পর্যন্ত গ্রামে কোনো ব্যাংক নেই। তবে ১০৫ জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে। তবে হয়তো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সক্রিয় নয় কেননা উপযুক্ত ব্যাংকিং সুবিধা এই গ্রামে নেই।

৪.২ জীবিকা সম্পদের পঞ্চভুজ

গ্রামের স্থায়ী পাঁচটি সম্পদের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের পর জীবিকা পঞ্চভুজ অধ্যয়ন করা হয়েছিল। জীবিকা পঞ্চভুজ সুষম নয় এবং ব্যবধান মেটানো যেতে পারে উপযুক্ত জীবিকা কৌশল এবং পদক্ষেপ গ্রহণ দ্বারা যা উল্লেখ করা হয়েছে গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনায়।

৪.৩ দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতগুলি বিশ্লেষণ

কাছাড়িথল গ্রামের মানুষরা প্রতিবছর চার ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হন, সেগুলি হল ম্যালেরিয়া, আমাশয়, বন্যা, সাইক্লোন ও ঝড়। মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত থাকে ম্যালেরিয়ার পকোপ। পিএইচসি-র থেকে উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রত্যাশা করা যায়। অন্যদিকে, জলবাহিত রোগ আমাশয়ের প্রকোপ দেখা যায় এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত। বন্যার জন্য জুলাই মাসে গ্রামটি থাকে জলের তলায়। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত সাইক্লোন ও ঝড়ও বিশাল ক্ষতি করে গ্রামের মানুষ ও গৃহপালিত পশুদের।

৪.৪ মরসুম ভিত্তিক কৃষি পঞ্জিকা

শস্যের মরসুমি ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়েছিল অংশগ্রহণের ভিত্তিতে। বোরো ধান উৎপাদন করা হয় জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত, আউস উৎপাদিত হয় আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই অঞ্চলে রবি শস্য উৎপাদিত হয় জানুয়ারি থেকে এপ্রিল এবং আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। কলার মতো ফল গোটা বছর জুড়েই ফলন হয়।

কাছাড়িথল জেএফএমসির কৃষি দিনপঞ্জি

মাস	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে
ফসল	ধান (বোরো)							শালি ধান				
	রবি শস্য						রবি শস্য (সবজি)					
ফল	কলা											
বিঘ্ন (বন্যা)						বন্যা						

৫. বর্তমান পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি

এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের সঙ্গে জরুরি সংযোগ এবং সেগুলোর প্রয়োগ যার সঙ্গে ক্ষুদ্র প্রকল্পের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হল সম্ভাব্য উন্নয়ন এবং রাজ্যের বন এবং বন্যজন্তু সংরক্ষণ সংক্রান্ত সর্বস্তরের কার্যকরী পরিকল্পনা। বন্যজন্তুর ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাকে বলা হয় বাস্তবায়ন পরিচালনা প্রকল্প এবং ব্যাঘ্র অভয়ারণ্যে ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য প্রকল্পসমূহ, যেমন তফশিলি উপজাতি উপ প্রকল্প (টিএসপি), এবং তফশিলি জাতি সংক্রান্ত প্রকল্প (এসসিপি), যা বন বিভাগ দ্বারা বন বিভাগের অন্তর্গত গ্রামগুলোর উন্নয়নে গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে বিভিন্ন বিষয় রয়েছে, যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, জলসেচ এবং জীবিকা সংক্রান্ত বিভাগীয় পরিষেবা। এই বিভাগগুলো অনেক সময় বন বিভাগের অন্তর্গত গ্রামগুলোতে প্রকল্প রূপায়ণ করে থাকে।

অসমে ১৯৯৮ সালে অসম যৌথ (জনগণের যোগদান) বন ব্যবস্থাপনা আইন প্রযোজ্য হওয়ার পর যৌথভাবে বন পরিচালন সংক্রান্ত পরিকল্পনা কার্যকর হয় এবং ২০০২ সালে গঠিত হয় জেএফএমসি এবং ইডিসি। তার আগেই যৌথ বন পরিচালনা প্রসঙ্গে কিছু কার্যকরী পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় এবং জেএফএম সার্কেল তৈরি করা হয়। জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা কোড, ২০১৪তে ক্ষুদ্র পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সেই উদ্দেশ্যে কার্যকরী কর্ম পরিকল্পনার ছক তৈরি করা হয়েছে। ক্ষুদ্র প্রকল্পের ভিত্তিই হল জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা কোড, জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা কোড, ২০১৪তে।

৫.১ কর্ম পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্ক

হাইলাকান্দি বন বিভাগটি তৈরি করা হয় জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা কোড, ১৯৯২ সালে। তার আগে এই এলাকার কাজকর্ম চলত কাছাড় এবং করিমগঞ্জ বন বিভাগের মাধ্যমে। কাটাখাল সংরক্ষিত বনাঞ্চলে তৈরি হয়েছে জেএফএমসি। এম কে যাদব গৃহীত হাইলাকান্দি বন বিভাগের পরিকল্পনা অনুযায়ী (১৯৯৮-৯৯ থেকে ২০০৯-২০১০) তা গঠিত হয়। এটা হচ্ছে বিভাগের সাম্প্রতিকতম কর্ম প্রকল্প। এই প্রকল্প অনুযায়ী সমগ্র বন বিভাগীয় গ্রাম জেলা এবং পার্শ্ববর্তী জবরদখল করা এলাকাগুলোসহ এনার্জি প্লান্টেশন ওয়ার্কিং সার্কেল (ইপিডব্লিউসি) এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

এই প্রকল্প অনুযায়ী এলাকাটির বনজ সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত হল শিমূল, এরিথ্রিনা, ডিল্লেনিয়া, মাগিফেরা, আঝার ইত্যাদি। এলাকার একাং টিলাভূমি যাতে উৎপাদনের বাইরে রাখা হয়েছে। তবে এই এলাকাগুলোর কিছু স্থানও বনজ বাঁশ উৎপাদনস্থল হিসাবে পরিগণিত। প্রকল্পে কিছু প্রজাতির গাছ উৎপাদনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে মাল্লটাস আলবা, আইলান্থাস এক্সেস, অ্যাকাসিয়া, অ্যান্থসেফালাস কদম্ব ইত্যাদি, বিশেষত জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারের জন্য।

এছাড়াও প্রকল্পে খালি থাকা স্থানগুলোতে বনজ কৃষিজাত সামগ্রী উৎপাদনের লক্ষ্যে বাঁধ, ফার্ম, পথপার্শ্ব এবং সীমানা উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এতে কম সময়ে বেড়ে ওঠা সামগ্রী উৎপাদনের প্রস্তাব রয়েছে। এই ধরনের বনানীকরণে উৎপাদনের সময়সীমা ধরা হয়েছে দশ বছর। দশ বছর পর এই এলাকায় সম্ভাব্য উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়েছে হেক্টর প্রতি ২৭৫ কিউবিক মিটার।

বিধানসমূহ ঃ ইপিডব্লিউসি এলাকায় নিম্ন প্রদত্ত কর্মসূচি রূপায়ণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে ঃ

■ রোপণের জন্য দ্রুত বৃদ্ধিশীল প্রজাতি সুপারিশ
■ বন-কৃষি মডেল প্রচেষ্টা করতে হবে
■ দ্রুত বিকাশশীল প্রজাতির পরিচর্চা করা হবে বিভাগীয় দায়িত্বে অথবা বেসরকারিভাবে
■ ক্ষীণকায় করা যেতে পারে স্থানীয়ভাবে
■ সেগুণ রোপণ করা হবে না
■ অনুমতি দেবেন বন সংরক্ষক
■ কোনো বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দাবি থাকবে না। উৎপাদনের বর্জ্য হবে আসাম জয়েন্ট (পিওপলস পার্টিসিপেশন) ফরেস্ট্রি ম্যানেজমেন্ট রুল, ১৯৯৮ অনুসারে।
■ বার্ষিক রোপণের লক্ষ্য ৩৯০ হেক্টর

অন্যান্য কর্মপ্রকল্প চক্র

ওয়ার্কিং সার্কেলে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য ওয়ার্কিং সার্কেল আছে যেমন এন টি এফ পি, ওভারল্যাপিং ওয়ার্কিং সার্কেল (এনডব্লিউএফপিওডব্লিউসি) এবং ব্যাম্বু ওভারল্যাপিং সার্কেল (বিওডব্লিউসি)। এই সঙ্গে রয়েছে বিবিধ প্রস্তাব যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'অর্গানাইজিং অব ফরেস্ট প্রটেকশন অ্যান্ড রিজেনারেশন কমিটি' এবং ফরেস্ট ভিলেজ ম্যানেজমেন্টক্স। এসব প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট হল ঃ

১. কমিটি দ্বারা সব ফিল্ড ওয়ার্ক প্রণয়ন করতে হবে

২. ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্টের জন্য ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট (আইডব্লিউএম) গোষ্ঠী গঠন করতে হবে

৩. বাঁশ জোগানের জন্য শ্রমিক সমবায় গঠন করতে হবে

৪. বন গ্রাম রেজিস্টার, জমাবন্দি রেজিস্টার আপডেট করতে হবে

৫. বন গ্রাম জনগণনা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর করা উচিত

৬. জনগণনার সঙ্গে পশুধন গণনা এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা রেকর্ড করতে হবে

অতিরিক্ত প্রস্তাব

ওয়ার্কিং প্ল্যান প্রস্তাব করেছে ওয়াটারশেড ভিত্তিক কমপার্টমেন্টের। এই অঞ্চলের মধ্যে ওয়াটারশেড দেখা যায় প্রধানত গেন্দাইচেরা, লালাচেরা, কুকিচেরায়। অধিকাংশ ওয়াটারশেডের অবনতি ঘটেছে। প্রশাসনিক প্রস্তাব অনুযায়ী, ওয়াটারশেড কমপার্টমেন্টগুলি হওয়া উচিত দায়িত্বের একক।

৫.২ বন বিভাগের অতীত পদক্ষেপসমূহ ঃ

জাতীয় বাঁশ অভিযান বা ন্যাশনাল ব্যাম্বু মিশনের অধীনে বনবিভাগ বৃক্ষরোপণ হাতে নিয়েছিল ২০০৬-০৭ সাল থেকে ২০১৩- ২০১৪ পর্যন্ত। এই সময়পর্বেই অবনয়ন ঘটা বাঁশের এনবিএম উন্নয়ন গ্হণ করা হয়েছিল। এপিএফবিসি-র অধীনে ২০১৫ -১৬ সালে জ্বালানি কাঠ রোপণ হাতে নেওয়া হয়েছিল হাইলাকান্দির ১০ টি জেএফএমসিতে, যা নীচে দেওয়া হল ঃ

বন বিভাগের প্রকল্পসমূহ

NBM Plantation									NBM Imp. of degreded bamboo						Total	APFBC(FW)	SMPB	G.Total	Name of JFMC
06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	12-13	12-13	13-14	Total	06-07	07-08	08-09	09-10	13-14	Total	NBM	15-16	15-16	Phy.(Ha)	
10	15	10		11			10	56	10	10		20		40	96	20		261	N. Bagbahar
10	15	10	20	12			10	77	20	10		20		50	127	20		302	O. Bagbahar
5	5			12		20	10	52			40	20	20	80	132	20	15	309	Protappur
10	10	10	20	12		50	10	122			36	20	20	76	198	30		328	Dhalcherra
5							10	15					20	20	35	20		180	Borthal
5	5			12		10	10	42	20	10		20	20	70	112	20		247	Bilaipur
5								5							5	20		250	Kacharithal
5	10							15	10	10				20	35	30		250	Nunai
10	15					30		55							55	43		169	Kukicherra
10						30	10	50	20	15			20	55	105	50		307	Baruncherra

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং বা সামর্থ্য গঠন এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে বনবিভাগ এপিএফবিসি প্রকল্পের অধীনে ২০১৫- ১৬ সালে।

'ফরেস্ট অ্যান্ড বায়ো-ডায়ভার্সিটি কনজারভেশন সোসাইটি' (এপিএফবিসি) প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (পিএমইউ) শুধুমাত্র হাইলাকান্দি বনবিভাগের অধীনে জেএফএমসি স্তরে নার্সারি পশিক্ষণ এবং বাগিচা শস্যের রোপন ব্যবস্থাপনা সংগঠনের জন্য ২,০৬,৮০০/- টাকা (দুই লক্ষ ছয় হাজার আটশো টাকা) মঞ্জুর করেছে। হাইলাকান্দির কৃষিবিভাগের অধীনে চারটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়েছিল ২০১৬ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে। মোট ১৬৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৫.৩ অন্যান্য বিভাগের কর্মসূচি

তফশিলি উপজাতি উপ-প্রকল্প

অতীতে এই বিভাগের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প ট্রাইবাল সাব প্ল্যান প্রণয়ণ করা হয়েছিল। ১৯৯৫-৯৬ সালে বাঁধানো কুয়ো নির্মাণ, রাস্তা উন্নয়ন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের মতো উন্নয়ন প্রচেষ্টা চলেছিল টিএসপি প্রকল্পের অধীনে। এজন্য বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩,৬৮,০০০.০০ টাকা।

বন গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প								
ক্রম	বনাঞ্চলের গ্রামের নাম	কাজের নাম						
		রাস্তা		কালভার্ট		বাজার ছাউনি		মোট
		পরিমাণ	কিমি	পরিমাণ	ইউনিট	পরিমাণ	ইউনিট	
১	বরথাল	৬.৩৬		১.২৫	১			**৭.৬১**
২	বেলিয়াপুর	৬.৩৬		১.২৫	১			**৭.৬১**
৩	প্রতাপপুর	৬.৩৬		১.২৫	১			**৭.৬১**
৪	ধলচেরা টিপ্রাপুঞ্জি	৬.৩৬		১.২৫	১			**৭.৬১**
৫	লালপানি	৬.৩৬				৩.২৬	১(P)	**৯.৬২**
৬	ধলচেরা	৬.৩৬				৩.২৬	১ (P)	**৯.৬২**
৭	নক্সাটিলা	৬.৩৬		১.২৫	১			**৭.৬১**
৮	পুরনো বাগবাহার	৬.৩৬		১.২৫	১			**৭.৬১**
৯	নতুন বাগবাহার	৬.৩৬		১.২৫	১			**৭.৬১**
১০	নওগাঁ	৬.৩৬	১.৭০	১.২৫	১			**৭.৬১**
১১	লালচেরা	৬.৩৬	১.৭০	১.২৫	১			**৭.৬১**
১২	কাছারিথল	৬.০৯	১.৭০			৩.২৩	১ (P)	**৯.৩২**
১৩	নুনাই	৬.৩৬	১.৭০	১.২৫	১			**৭.৬১**
১৪	বা ণচেরা	৬.৩৬	১.৭০	১.২৫	১			**৭.৬১**
১৫	ঝালনাচেরা	৬.৩৬	১.৭০	১.২৫	১			**৭.৬১**
১৬	কুকিচেরা	৬.৩৬	১.৭০	১.২৫	১			**৭.৬১**
১৭	ঘরমুড়া	৬.৩৬	১.৭০			৩.২৬	১ (P)	**৯.৬২**
১৮	দত্তপুর	৬.৩৬	১.৭০	১.২৫	১			**৭.৬১**
১৯	জ্যাকবপুর	৬.৩৬	১.৭০	১.৩৮	১			**৭.৭৪**
২০	রামনাথপুর	৬.৩৬	১.৭০	২.৫০	১			**৮.৮৬**
	মোট	১২৬.৯৩	৪.০০	২১.৩৮	১৬	১৩.০১	৪(P)	**১৬১.৩২**

সূত্র ঃ ডিএফও কার্যালয় হাইলাকান্দি বন বিভাগ

কাছাড়িথল যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটি
হাইলাকান্দি বন বিভাগ, এসএসি বন সার্কেল

ক্ষুদ্র-পরিকল্পনা
(২০১৬-১৭ থেকে ২০২৬-২৭ পর্যন্ত)

অংশ-২

৬. ক্ষুদ্র পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ, সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং বিপদ (SWOT) এবং ব্যৱধানের বিবরণ

৬.১ ক্ষুদ্র প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ

গ্রাম স্তরের ক্ষুদ্র প্রকল্প হচ্ছে একটি গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প এবং বন উন্নয়ন প্রকল্প, যা প্রয়োজন ভিত্তিক এবং নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক এবং লভ্য সামগ্রীর উপর নির্ভরশীল। প্রকল্পগুলোর পরিসর ছোট হওয়ায় তাকে ক্ষুদ্র প্রকল্প বলা হয়। এই ক্ষুদ্র প্রকল্পে দুটো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্য রয়েছে ঃ

ক. জীবিকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি

খ. ভারতে জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা

ভারত সরকার গৃহীত যৌথ বন ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হচ্ছে ক্ষুদ্র প্রকল্প। এই পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র প্রকল্প হচ্ছে একটি সরল নথি যা তৈরি করা হয়েছে বাসিন্দাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এই ধরনের ক্ষুদ্র প্রকল্পের এক একটি শাখা হচ্ছে গ্রামের সমাজ। নথির মূল বক্তব্য হচ্ছে স্থানীয় বনজ সম্পদকে স্থানীয় প্রয়োজনে এবং বন বিভাগের পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবহার করা। ২০০০ সালের জেএফএম নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রামে প্রত্যক্ষ যোগদানের মাধ্যমে কাজ করার পর বন বিভাগের কর্মকর্তাএবং জেএফএম যৌথভাবে একটি ক্ষুদ্র প্রকল্প তৈরি করবে। বন বিভাগের কর্মসূচির সঙ্গে জেএফএমসির এই ক্ষুদ্র প্রকল্প জুড়ে দেওয়া হবে।

সমাজের পুরুষ এবং মহিলা সদস্যরা মিলে বর্তমান ক্ষুদ্র প্রকল্প তৈরি করেছেন। ২০১৬ সালের মে মাসে গ্রামের বাসিন্দাদের প্রত্যক্ষ যোগদান এবং রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ বিকাশ নিধি (আরজিভিএন)-র সহযোগে এই কর্মসূচি কার্যকর করার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে উল্লেখিত নথি। নিচে এর প্রতিটি পদক্ষেপ বর্ণনা করা হল ঃ

(ক) ২০১৬ সালের মে মাসে সমাজের সদস্যদের সভা অনুষ্ঠিত করে প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং গ্রামের সমাজ সংক্রান্ত তথ্যাদি আহরণে তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়;

(খ) নির্দিষ্টি প্রপত্র অনুযায়ী এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের ভিত্তিমূলক তথ্যাদি আহরণ;

(গ) পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে যৌথ আলোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদির সত্যাসত্য নিরূপণ, এবং

(ঘ) সমাজের সদস্যদের অংশগ্রহণ এবং মতামত গ্রহণের মাধ্যমে কর্মসূচির পদক্ষেপ সংক্রান্ত পন্থা নির্ণয় করা।

(ঙ) প্রকল্পের নীতি-নির্দেশনা মেনে আরজিভিএন এই ক্ষুদ্র প্রকল্প তৈরি করেছে। তৈরি করা নথি সম্পর্কিত আলোচনা অনুষ্ঠিত করার পর ২০১৬ সালের জুলাই মাসে তা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৬.২ চাহিদা মূল্যায়ণ এবং ব্যবধান বিশ্লেষণ

যৌথ আলোচনা, গ্রামবাসীদের প্রত্যক্ষ যোগদান, গ্রাম এবং পারিবারিক স্তরে সমীক্ষা চালানোর মাধ্যমে সম্পত্তির হিসাব নিকাশ, ক্ষমতার পরীক্ষা, জীবিকার সামগ্রীর তথানুসন্ধান, প্রয়োজনীয়তা খতিয়ে দেখা ইত্যাদির ভিত্তিতে জিএপি এবং এসডব্লিউঅটি পর্যলোচনা করা হয়েছে। এই পর্যালোচনার ভিত্তিতেই প্রাথমিকভাবে জেএফএমসির জন্য কর্মপদ্ধতি, জীবিকা, গ্রামোন্নয়ন এবং বন উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা খতিয়ে দেখা ঃ

ক) বন এবং জৈব বৈচিত্র, উন্নয়ন প্রয়োজনীয়তা, জলবায়ুর পরিবর্তন, লিঙ্গ বিষয়ক চিন্তাভাবনা, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, ওয়াটসান-এর গুরুত্ব, মাটি এবং জল সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে লাগাতার সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে সমাজের সদস্যদের ক্ষমতা তৈরি। বন্যা সমস্যার মোকাবিলা শিক্ষার প্রয়োজন। গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মপন্থার অন্তর্গত রয়েছে এই সংক্রান্ত পদ্ধতির প্রস্তাব।

খ) দক্ষতা উন্নতকরণ ঃ জীবিকা সংক্রান্ত দক্ষতার লাগাতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং পদ্ধতিগুলো নিয়ে বারবার শিক্ষিত করে তেলার প্রস্তাব করা হয়েছে জীবিকা উন্নতকরণ সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনায়।

ব্যবধান পর্যালোচনা

- শোচনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা
- অপর্যাপ্ত উপযুক্ত পরিকাঠামো
- দুর্বল আর্থিক সাক্ষরতা
- জল নিকাশি সমস্যা
- পানীয় জলের সমস্যা

৬.৩ সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং বিপদ (SWOT) পর্যালোচনা

সমাজের পুরুষ এবং মহিলা সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এসডব্লিউঅটি পর্যালোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে।

সক্ষমতা

ক) ঐতিহ্যগত দক্ষতা

খ) জনসংখ্যার তুলনায় উচ্চতর কৃষিজমি

দুর্বলতা

ক) দুর্বল পথ সংযোগ

খ) পানীয় জলের ব্যবস্থা খারাপ

গ) দুর্বল নিকাশি সুবিধা

সুযোগ

ক) তরুণ উদ্যোগপতি
খ) অর্গানিক ফার্মিং
গ) ক্ষুদ্র শিল্প যেমন আচার তৈরি

বিপদ

ক) বন্যা
খ) অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উচ্চ বাজার মূল্য
গ) বনধ্বংস

৬.৪ অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন (পিআরএ) কর্মসূচি

পরিশিষ্ট সাত (ক) থেকে সাত (গ) পর্যন্ত পিআরএ ম্যাপ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।
নিম্ন বর্ণিত কর্মসূচির মাধ্যমে গুয়াহাটির আরজিভিএন কর্মীরা কাছাড়িথল গ্রামে পিআরএ অনুষ্ঠিত করেছেন ঃ
তারিখ ঃ ৩০-০৬-২০১৬ স্থান ঃ কাছাড়িথল
মানুষের উপস্থিতি ঃ ৩২
উপস্থিতি ছিলেন ঃ জেএফএমসি পদাধিকারী, গ্রামপ্রধান, সম্প্রদায়ের সদস্য, বনবিভাগের কর্মী প্রমুখ।
অংশগ্রহণমূলক ম্যাপিং ও বিভাজিত ওয়াক গ্রহণ করার আগে গ্রাম স্তরে সচেতনতা ও অরিয়েন্টেশন কর্মসূচি পরিচালিত হয়। সচেতনতা ও অরিয়েন্টেশন কর্মসূচির মূল বিষয়গুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ
(ক) অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা
(খ) অংশগ্রহণমূলক হাতিয়ার ও পদ্ধতি
(গ) জেএফএমসি-র ভূমিকা ও ক্ষুদ্র পরিকল্পনার গুরুত্ব
(ঘ) পরিবেশমূলক বিষয়
(ঙ) আবহাওয়া পরিবর্তন ও আবহাওয়া বৈচিত্র্য
(চ) বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য ও বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাপনা (ঐতিহ্যবাহী ও বিজ্ঞানভিত্তিক)
(ছ) দীর্ঘস্থায়ী জীবিকার ফ্রেমওয়ার্ক
(জ) জীবিকা সম্পদ পঞ্চভুজ বা লাইভলিহুড অ্যাসেট পেন্টাগন এবং সামাজিক পুঁজির গুরুত্ব
(ঝ) ক্লাস্টার গঠন ও স্বনির্ভরশীল গোষ্ঠী, আর্থিক সংহতি
(ঞ) মার্কেটিং ও মূল্য যোগ
(ট) উন্নয়নের এজেন্ডা এবং পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক
(ঠ) লিঙ্গভিত্তিক ইস্যু ও লিঙ্গ সাম্য

পর্যবেক্ষণ ঃ পিআরএ চলাকালীন আলোচনায় সমাজের সদস্যদের প্রত্যক্ষ যোগদান। এর ফলে বেরিয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ ঃ

■ জনগণ প্রকাশ করেছে যে অতীতে জেএফএমসি খুব বেশি সক্রিয় ছিল না তহবিল ও পরিকল্পনার অভাবে।
■ অতীতে জেএফএমসি-তে খুব কম সচেতনতা ও ওরিয়েন্টেশেন কর্মসূচি হয়েছে।
■ তারা ক্ষুদ্র পরিকল্পনার গুরুত্বকে প্রশংসা করেছে এবং ক্ষুদ্র পরিকল্পনার প্রক্রিয়ার সময় তারা খুব সহায়তা ও সমন্বয় করেছে।
■ যদিও কয়েকটি এনজিও জেএফএমসি পর্যবেক্ষণ করেছে কিন্তু তারা শুধুমাত্র উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করেছে, কিন্তু কোনো উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ করেনি।
■ এই প্রথম এপিবিএফসি-র অধীনে এনজিএ এসে সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে এবং সচেতনতা সৃষ্টি করেছে ও অরিয়েন্টেশেন দিয়েছে শুধুমাত্র উন্নয়নের বিষয়ে নয় বরং বিকাশ ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের বিষয়েও।
■ সম্প্রদায়ের আছে পরিবেশ, বন ও জীবিকার অন্যান্য বিষয় যেমন কীটপতঙ্গের মহামারী নিয়ন্ত্রণ, জীবিকা ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কিত দারুণ সুন্দর স্থানীয় ধারণা ও ঐতিহ্যগত জ্ঞান।
■ জলবায়ুর বৈচিত্র্য এবং কৃষি ও গ্রামের স্বাস্থ্যে এর খারাপ প্রভাব সম্পর্কে তারা তাদের উদ্বেগ প্কাশ করেছে। তারা আবহাওয়া পরিবর্তনের বিষয়ে আরো বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য জানতে আগ্রহী।
■ মানুষের মধ্যে গুরুত্বের ধারণা দেখা গেছে যে আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে যেসব ক্ষতি হয় তা রুখতে তাদেরই দায়িত্ব নিতে হবে যেমন স্থানীয় বন রক্ষা করতে হবে এবং তাদের গড়ে উঠেছে মালিকানার ধারণা যা তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেছে।

সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মূল্যায়ণ ঃ পিআরএ অনুশীলনের ওপর ভিত্তি করে, দলবদ্ধ আলোচনায় নজর, গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা, জেএফএমসি সদস্য, বনকর্মী এবং অন্যান্য অংশীদারের সঙ্গে আলোচনা করে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছিল জেএফএমসি-র জন্য। সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মূল্যায়ন করা হয়েছিল অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। জনগণের প্রয়োজন শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে নিম্নরূপ ঃ

১) কাঠামোগত প্রয়োজন
২) অ-কাঠামোগত প্রয়োজন

এই প্রয়োজনগুলিকে ভাগ করা যেতে পারে দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজন ও স্বল্পমেয়াদি প্রয়োজন অনুসারে। সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায়। মানুষের কাঠামোগত প্রয়োজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ আছে জীবিকা উন্নয়নের। এর অন্তগত পরিকাঠামোর উন্নয়ন যেমন রাস্তা, বিদ্যালয় গৃহ, স্বাস্থ্য সেবা পরিকাঠামো, পানীয় জল জোগান ব্যবস্থা, জলের ট্যাংক, বাঁধানো কুয়ো প্রভৃতি। শৌচাগার, সমবায় গৃহ এবং প্রশিক্ষণ ছাউনি, বাজার ছাউনি নির্মাণ।

মানুষের অ-কাঠামোগত প্রয়োজনের অন্তর্গত দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, ভেটেরিনারি পরিষেবার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সেবা, মোবাইল ডাক্তার দল, গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকের প্রয়োজন, আর্থিক সংহতিতে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার মাধ্যমে সামর্থ্য বৃদ্ধি, স্বনির্ভরশীল গোষ্ঠী ও ক্লাস্টার গঠন, কাঁচামালের ব্যবস্থা, গ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ ও জেএফএমসি-র জন্য উন্নয়ন তহবিল বা সমবায় তহবিল, ঐতিহ্যবাহী সামগ্রীতে মূল্য যোগ করা এবং বাজারের সংযোগ। প্রচারমূলক ভ্রমণ শ্রেষ্ঠ অঞ্চলে যার সঙ্গে যৌথ বন পরিকল্পনা, সম্প্রদায় অংশগ্রহণমূলক প্রকল্পের স্থান, শিল্পীদের গ্রাম সংশ্লিষ্ট, এ ছাড়া রয়েছে, বাণিজ্য মেলা প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ।

৭। গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা

গ্রামোন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি প্রয়োজন বিবেচনা করে সম্প্রদায়ের সদস্য এবং পাশাপাশি জেএফএমসি সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছিল। গ্রামোন্নয়নের জন্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রতিকার পরিকল্পনা নিম্নরূপ :

১. গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের জোগান একটি প্রধান সমস্যা। গ্রামবাসীরা জলের ব্যবস্থা করে পুকুর, জলস্রোত ও কুয়ো থেকে। সম্প্রদায়ের জীবনযাপনের মান বৃদ্ধি করতে একটি জলের প্ল্যান্ট খুব প্রয়োজন এবং একজন গ্রামবাসী ইতিমধ্যে সেই প্ল্যান্টের জন্য জমি দান করতে সম্মতি জানিয়েছেন।

২. কাছাড়িথল গ্রাম বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে বঞ্চিত, যদিও আশপাশের গ্রামগুলিতে যেমন বেলিয়াপুর ও বরথল গ্রাম আংশিক বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। একটি ১০০ কেভি ট্রান্সফর্মার গ্রামে আছে কিন্তু সেটি সক্রিয় নয়, যা সক্রিয় করা প্রয়োজন এবং জীবিকার মান বৃদ্ধি করার জন্য গ্রামে উপযুক্ত বৈদ্যুতিক যোগাযোগ দরকার।

৩. গ্রামের রাস্তার খারাপ অবস্থা সংস্কার করা দরকার। পশ্চিম নগাঁও থেকে প্রতাপপুর পর্যন্ত একটি প্রধান পথ এবং পশ্চিম ও পূর্ব প্রতাপপুরের মধ্যে একটি সংযোগকারী পথ হলে গ্রামবাসীদের যাতায়াত করা সহজতর হবে।

৪. যে কোনো গ্রাম ও সম্প্রদায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুন্দর শিক্ষার ব্যবস্থা একটি প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা। প্রতাপপুর গ্রামে মাত্র একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, যা গ্রামবাসীদের জন্য পর্যাপ্ত নয়। গ্রামের শিক্ষার পরিস্থিতি উন্নয়নে উচ্চশিক্ষার সংস্থা যেমন মিডল স্কুল ও উচ্চ বিদ্যালয় দরকার গ্রামে।

৭.১ প্রারম্ভিক কর্মসূচির স্থানাংক বিন্যাস (ইপিএ-র র‍্যাংকিং)

গ্রাম উন্নয়নের জন্য, সম্প্রদায় বেশ কয়েকটি প্রবেশবিন্দু ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ করেছে। ইপিএ অন্তর্ভুক্ত করেছে পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং দক্ষতা উন্নয়ন এবং উভয়ই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

কাছাড়ীথল জে এফ এম চির প্রারম্ভিক কার্য্যসূচীর স্থানাংক

স্থানাংক	ই পি এ	বিশদ বিবরণ	টাকা
১	একটি হল ঘর / সভা গৃহ নির্মান। চেয়ার, টেবিল, আলমিরা, জেনেরেটর সহিত একটি টেণ্ট হাউচ।	নাট মন্দিৰ নিকট, জি পি এছ (GPS) :- N 24° 30′ 29″ E 92° 40′ 0″	১০,০০,০০০.০০ ৫০,০০০.০০
২	সড়ক PWD সড়ক হইতে গাওঁ বোড়ার বাড়ীর নিকট দিয়া Sasysgena Khasiapunji পর্যন্ত আনুমানিক ৪ কিঃ মিঃ প্রয়োজনে culvert থাকিবে।	জি পি এছ (GPS) :- N : 24° 30′ 17″ E : 92° 39′ 54″	১১,৫০,০০০.০০
৩	কোয়া (Ring Wall)	৪ টা	৩,০০,০০০.০০

DIVISIONAL FOREST OFFICER

র‍্যাংক	র‍্যাংক অনুযায়ী গ্রাম ইপিএ	বিবরণ
১.	পথ	প্রধান রাস্তা থেকে ইজিএস স্কুল পর্যন্ত পাকা রাস্তা দরকার (৫.৫ কিমি)
২.	নিকাশি ব্যবস্থা	সব ঘরে নিকাশি ব্যবস্থা প্রয়োজন
৩.	বিদ্যুৎ	প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ প্রয়োজন
৪.	মোবাইল টাওয়ার	গ্রামে একটি মোবাইল টাওয়ার দরকার
৫.	বিদ্যালয়	গ্রামের কেন্দ্রে একটি উচ্চ বিদ্যালয় দরকার
৬	হাসপাতাল	গ্রামের কেন্দ্রে একটি হাসপাতাল দরকার
৭	সমাজগৃহ	সমাজগৃহের সংস্কার জরুরি

৮। জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা

প্রান্তিক ও বনাঞ্চলের গ্রামে কার্যকরী পিআরএ অনুশীলন এবং আর্থ-সামাজিক নিরীক্ষা চলেছিল আরজিভিএন এবং জেএফএমসি সদস্যদের সাহায্য ও সমর্থনে গ্রামের জন্য ক্ষুদ্র পরিকল্পনা তৈরিতে। বিভিন্ন ইনকাম জেনারেটিং অ্যাক্টিভিটি (আইজিএ) চিহ্নিত করা হয়েছিল ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসান ও পিআরএ-র মাধ্যমে। আয় উদ্ভাবনকারী কয়েকটি কার্যকলাপ চিহ্নিত করা হয়েছিল যেমন পিসিকালচার, সবজি খামার, পোলট্রি, ডেয়ারি ফার্মিং, এপিকালচার, মাশরুম ফার্মিং, বিকেন্দ্রিত নার্সারি, টেলারিং, ক্ষুদ্র হস্তশিল্প, পাটের কাজ, বাঁশের কাজ, মোমবাতি তৈরি, ধূপকাঠি তৈরি, আচার তৈরি প্রভৃতি। এই সামগ্রীগুলিতে পেশাদারিভাবে প্রক্রিয়াকরণ, গ্রেডিং, প্যাকিং বা বটলিং ও লেবেলিং করার পর মূল্য যোগ করা। আইজিএ-র জন্য যেসব ইনপুট, সরঞ্জাম, কাঁচামাল প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা হয়েছে। একটি মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম যাকে ভ্যান বাজার বলে, প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে জেএফএমসিযইডিসি-র সামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য।

৮.১ স্থানাংক বিন্যাস (র‍্যাংকিং)

জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়নের স্থানাংক বিন্যাস

ক. কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপ
খ. টেলারিং ও এমব্রয়ডারি
গ. তাঁত চালানো
ঘ. ক্ষুদ্র শিল্প যেমন ধূপকাঠি

৮.২ জীবিকার সুযোগ

জীবিকার সুযোগ চিহ্নিত করা হয়েছে নিম্নরূপভাবে ঃ

ক. কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপ
খ. টেলারিং ও এমব্রয়ডারি
গ. তাঁত চালানো
ঘ. ক্ষুদ্র শিল্প যেমন ধূপকাঠি

৮.৩ **কৃষি ও উদ্যানশস্য**

প্রধান বাধাগুলি হল ঃ

ক) কৃষি সুবিধার অভাব

খ) দুর্বল সড়ক যোগাযোগ ও বাজারের সুবিধা অপর্যাপ্ত

গ) বন্যা

সুযোগগুলি হল ঃ

ক) অর্গানিক ফার্মিং

খ) কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ

৮.৪ **গবাদি পশু**

প্রধান বাধাগুলি হল ঃ

ক) রোগ

খ) পশুচিকিৎসার দুর্বল অ্যাকসেস

গ) হালচাষ ও অন্যান্য কাজে গরুর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা

সম্ভাবনাগুলি হল ঃ

ক) ডেয়ারি ফার্মিং

খ) পোলট্রি ও হাঁস

৮.৫ **কাঠ ভিন্ন বনজ উৎপাদন (এনটিএফপি)**

প্রধান বাধাগুলি হল ঃ

(ক) এনটিএফপি লভ্যতার অভাব

(খ) প্রসেসিং ইউনিটের অভাব

(গ) লভ্য এনটিইপি-র দুর্বল উপযোগিতা

সুযোগগুলি হল ঃ

(ক) বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াকরণ এবং মূল্য যোগে ফল ব্যবহার করা যেতে পারে

(খ) এনটিএফপি-র আইনি ব্যবহার এবং সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা।

৮.৬ বিশেষ দক্ষতা

প্রধান বাধাগুলি হল ঃ

ক) ঐতিহ্যগত দক্ষতা

খ) অশিক্ষা

গ) কৃষির জন্য আধুনিক সাজ-সরঞ্জামের অভাব

সুযোগগুলি হল ঃ

কে) তরুণ উদ্যোগপতি

খ) নার্সারির জন্য ব্যবস্থা

৮.৭ ঋণের সুবিধা

প্রধান বাধাগুলি ঃ

ক) ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অসুবিধা

খ) স্বল্পসঞ্চয় সংস্থাগুলি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব

গ) সম্প্রদায়ের খারাপ পরিস্থিতি

সুযোগগুলি হল ঃ

ক) সরকারি ঋণ পকল্পের আওতায় আসা

খ) ক্ষুদ্র আর্থিক সংস্থা

গ) স্বনির্ভরশীল গোষ্ঠী গড়ার মোটিভেশন

৮.৮ কৌশলগত হস্তক্ষেপ

উল্লিখিত প্রস্তাবিত কর্মসূচিকে সংক্ষেপে জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য কৌশলগত হস্তক্ষেপ বলা যেতে পারে। যা নিম্নরূপ ঃ

ক) কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপ

খ) টেলারিং ও এমব্রয়ডারি

গ) তাঁত বোনা

ঘ) ক্ষুদ্র শিল্প যেমন ধূপকাঠি

৮.৯ উপার্জন বৃদ্ধির কাজকর্ম

গ্রামে আয় উদ্ভাবনের প্রধান ক্রিয়াকলাপ হিসেবে যা পরিকল্পনা করা হয়েছে ঃ

ক) কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপ

খ) টেলারিং ও এমব্রয়ডারি

গ) তাঁত বোনা

ঘ) ক্ষুদ্র শিল্প যেমন ধূপকাঠি

৮.১০ আত্মসহায়ক গ্রুপের কাজকর্ম

গ্রামের আত্মসহায়ক গ্রুপগুলি নিম্নোক্ত ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনা করতে পারে ঃ

ক) টেলারিং

খ) তাঁত বোনা

গ) হস্তশিল্প

৮.১১ শিক্ষার জন্য ভ্রমণ (এক্সপোজার ট্রিপ)

নিম্নোক্ত এক্সপোজার ট্রিপ পরিকল্পনা করা হয়েছে ঃ

১) ভারতের অন্যান্য রাজ্যে জেএফএমসি-ইডিসির সুন্দর অনুশীলন/প্রকল্প

২) মেলা ও উৎসবে অংশগ্রহণ যেমন সারাস মেলা এবং ট্রাইফেড দ্বারা আয়োজিত অন্যান্য মেলা

৩) বাঁশের চিকিৎসা এবং হস্তশিল্প আসবাবপত্র তৈরির পশিক্ষণে প্রতিবেশী দেশ ভ্রমণ।

৮.১২ সংপৃক্তকরণ

পরিকল্পিত প্রচেষ্টা হয়তো ভারত সরকারের নিম্নোক্ত পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিত হতে পারে ঃ

(ক) জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চিত যোজনা - গ্রামীণ নিয়োগের জন্য

(খ) রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (আরকেভিওয়াই) - কৃষি ও আনুষঙ্গিক উন্নয়নের জন্য

(গ) রাষ্ট্রীয় কৃষি সিঞ্চয় যোজনা (আরকেএসওয়াই) - সেচ সহ ওয়াটারশেড উন্নয়নের জন্য

(ঘ) জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা অভিযান

(ঙ) দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প

(চ) প্রধানমন্ত্রী উজালা যোজনা

(ছ) এনআরএলএম

(জ) এনআরএইচএম

(ঝ) ব্যাম্বু মিশন

(ঞ) গ্রামোন্নয়ন ও জীবিকার জন্য অন্যান্য যোজনা উপযুক্ত বলেই বিবেচনা করা হয়েছে।

উপরের সংযোগগুলি বর্তমান পরিকল্পনায় প্রাণশক্তি যোগ করবে এবং পাশাপাশি প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও পরিকল্পনার কাজ স্থায়ী করার কাজে সাহায্য করবে।

৯। কাছাড়িথল জেএফএমসি-র বন উন্নয়ন পরিকল্পনা

এই বনোন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে গ্রাম স্তরে বিস্তারিত পিআরএ অনুশীলনের পর কাছাড়িথল জেএফএমসি-র ক্ষুদ্র-পরিকল্পনাৰ একটি অঙ্গ রূপে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল সংরক্ষণ এবং জৈব বৈচিত্র্যের মূল্য স্থায়ী করা, পরিবেশগত কাজকর্ম এবং বনের উৎপাদন সামর্থ্য জেএফএমসি-কে দেওয়া হয়েছে, এবং পাশাপাশি ভোগের প্রত্যাশা পূরণ ও সম্প্রদায়ের জবিকার প্রয়োজন যাতে সঠিকভাবে মেটে।

কাছাড়িথল জেএফএমসি-র জেএফএম বনের নিম্নলিখিত ক্যাটেগরিতে ক্ষুদ্র-পরিকল্পনা বিবেচনা করা হয়েছে ঃ
(ক) বনবিভাগ দ্বারা জেএফএমসি-কে যা বনাঞ্চল দেওয়া হয়েছে, এবং
(খ) সম্প্রদায়ের জমিতে এবং চিহ্নিত বনাঞ্চলের বাইরে যেসব জমিতে রোপণ করা হয়েছে বা করা হবে।

জেএফএমসি-র বনাঞ্চলের উপরে উল্লিখিত দুটি ক্যাটেগরি নীচে সংক্ষেপে আলোচন করা হল।

৯.১ বনাঞ্চল এবং সেগুলির বর্তমান অবস্থা

অন্যান্য যেসব অঞ্চলে রোপণ করা হয়েছে (বা রোপণ করা হবে) তা বিবেচনা করার পর কাছাড়িথল জেএফএমসির বনাঞ্চলকে নীচে সংক্ষেপিত করা হয়েছে ঃ

সারণি -১ ঃ কাছাড়িথল জেএফএমসি-র বনাঞ্চলের পরিস্থিতি

চিহ্নায়ন	জে এফ এম সি বনাঞ্চলের পরিমাণ (হেক্টার)	গ্রাম থেকে দূরত্ব কিঃ মিঃ	বনাঞ্চলের পরিস্থিতি (ভালো-বনাঞ্চলের ক্রাউন গভীরতা ৪০% বা তার বেশি নাহলে 'অবনমিত')	সম্প্রদায় দ্বারা ব্যবহারের বারংবারতা (২-৩ মি/৩-৬ মি /৬ -৯ মি / ৯ মি-র বেশি)
(ক) নির্ধারিত বনাঞ্চল				
আর এফ / পি এফ নাম ঃ কাটাখাল বিট ঃ লালাচেরা কমপার্টমেণ্ট	৪০০	০.৫০ থেকে ১.৫০	ভাল এলাকা ঃ ৩০ হেক্টার অবনমিত অঞ্চল ঃ ৮০ হেক্টার	৯ মিটারের বেশি
(খ) অন্যান্য প্ল্যান্টেড অঞ্চল				
অবস্থিতি ঃ কাছাড়িথল বনাঞ্চলের ধরন ঃ অর্ধ চিরহরিৎ ভি এফ/অন্যান্য আর এফ	২৫০	০.৫০	ভাল এলাকা ঃ — ২৫০ হেক্টার	৬-৯ মাস
মোট	৭০		ভালো অঞ্চল ঃ ২৮০ হেক্টার অবনমিত অঞ্চল ঃ ৮০ হেক্টার	

সূত্র ঃ বনবিভাগীয় কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

এটা দেখা গেছে যে কাছাড়িথলজেএফএমসি-র ৪০০ হেক্টর বনের অধীনে, যার মধ্যে ২৮০ হেক্টর (৭০%) হল 'ভাল' (ক্রাউন ঘনত্ব >৪০%) এবং বাকিটা 'অবনমিত'।

৯.১.১ বনাঞ্চলের মৃত্তিকার ধরন

কাছাড়িথল জেএফএমসি-র বন গড়ে উঠেছে এটেল মাটি ও পাললিক ধরনের মাটি দিয়ে। এই বনাঞ্চলের মাটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নীচের সারণিতে দেওয়া হল ঃ

সারণি - ২ ঃ কাছাড়িথল জেএফএমসি বনাঞ্চলের মৃত্তিকার ধরন

পরিমাপ	নির্ধারিত বনাঞ্চলে মর্যাদা	অন্যান্য প্ল্যান্টেড অঞ্চলে মর্যাদা
উর্বরতার স্তর	মাঝারি	গড়
ভূমি ক্ষয়ের মর্যাদা	খারাপ	শূন্য
(ক) কাঁকড়	শূন্য	শূন্য
(খ) কাদা	হ্যাঁ	হ্যাঁ
(গ) নতুনভাবে দখলীকৃত ভূমি	-	-
(ঘ) বেলেমাটি	-	-
(ক) কাঁকড়	শূন্য	শূন্য

সূত্র ঃ বনবিভাগীয় কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

কাছাড়িথল জেএফএমসি-র জন্য বনাঞ্চলের মাটির ধরনের মূল বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপিতভাবে নীচে দেওয়া হল ঃ

(ক) সমতল জমি গড়ে উঠেছে এটেল থেকে কাদামাটি এবং কোনো কোনো স্থানে পলি মাটি দ্বারা। কেন্দ্রীয় পাললিক সমতল জমি শুরু হয়েছে নিচু থেকে উঁচুতে এবং টিলার উচ্চতর দিক পর্যন্ত।

৯.১.২ বনাঞ্চলের বর্তমান উদ্ভিদসমূহ

কাছাড়িথল জেএফএমসি-র বনাঞ্চলে উদ্ভিদের বর্তমান রূপ নীচে দেওয়া হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে স্থানীয় বনাঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়েছে অর্ধ চিরহরিৎ অরণ্য রূপে।

সারণি - ৩ ঃ কাছাড়িথল জেএফএমসি-র বনাঞ্চলে উদ্ভিদের বর্তমান রূপ

মানদণ্ড	স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
পরিমাপ	স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
বনাঞ্চলের প্রধান প্রজাতি	আওয়াল	ভিটেক্স এসপিপি
	বাদাম	স্টাকুলিয়ালাটা
	বয়রা	টার্মিনালিসবেলেরিকা
	বজরং	জানথোইলাম বাডরেঙা
	বারুন	ক্র্যাটেরা রিলিজিয়োসা
	বেল্লা	স্যাপিয়াম ব্যাকাটাম
	ভাদরুক	ভিটেক্স পিউবস্কন
	ভাটকুর	ভিটেক্স হেটেরোফিলা

	ভোলা	মনস ল্যাক্রিগাটা
	ভুবি	বাক্কাওরিও সাপিডার
	ভুরি	ট্রেউইয়া নুডিফ্লোরা
	ভাদরুক	ভিটেক্স পিউবস্কন
	বনসোম	ফোকবে গোটজেরেনসিস
	বুভা	এইলানথাস গ্যান্ডিস
সংশ্লিষ্ট	কালিগড়া	ব্যাম্বুসা ভালগার
	করইল	ডেন্ড্রাক্যালামাস স্ট্রিকটাস
	খাঙ	ডেন্ড্রোক্যালামাস লঙ্গিপাথুস
গুল্ম	স্প্রিং ভাচ	ভিসিয়া স্যাটিভা
	সান হেম্প	ক্রুলাটারিয়াজানসিয়া
	আবু টেঙা	অ্যান্টিডেসমা ডিয়ানড্রাম
	আমচিরিকা	অ্যাকাসিয়া কনসিনা
	সর্পগন্ধা	রাওলফিয়া সার্পেন্টাইন
	অলোখনি	ক্যাসিয়া টোরা
	পরিচিতি রিড, একোরা	ফ্র্যাগমাইটস কারকা
ওষধি উদ্ভিদ	চালমুগরা	হাইডনোকারপাস কুর্জিল
	হরতকী	টার্মিনেলিয়া চেবুলা
উৎপাদন	গামার	জিমেলিনা আরবোরিয়া
	কদম	অ্যান্থোকফালাস কাডাম্বা
	জাম	এনজেনিয়া জাম্বোস
	নাগেশ্বক্টর	মেসুয়া ফেরা
	চাম	আর্টোকারপাস চাপলাসা
	ঘোড়া নিম	মেলিয়া আজেডারাখ
	রেইন ট্রি	সামানিয়া সামান
	পিঙ	সাইলোমেট্রা পলিআন্ড্রা
	মরই	
	ছাতিম	আলস্টোনিয়া স্কলারিস
অন্যান্য, যদি থাকে	খাগড়া	সাকহোম স্পনটারকাম
	একরা	এরিয়ানথান র‍্যাভেনিয়াক
	নল	ফ্র্যাগমাইটস কারকা
	রেমা	থাইসানোলিয়ানা ম্যাক্সিমা

৯.১.৩ অতীতের বনাঞ্চল গ্রাম ব্যবস্থাপনা

বনাঞ্চল সুরক্ষার জন্য অতীতে কাছাড়িথল জেএফএমসি দ্বারা গৃহীত ব্যবস্থা নীচে আলোচনা করা হয়েছে ঃ

(ক) জড়িত পরিবারের সংখ্যা ঃ ২৮টি

(খ) জড়িত মানুষের সংখ্যা ঃ ৩৪০ ব্যক্তি

(গ) গৃহীত ব্যবস্থার সংক্ষেপ ঃ ২০১৫ সালে জেএফএমসি গঠনের পর বন সুরক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে এবং কাজ করছে।

(ঘ) কোনো আনুষ্ঠানিক মেকানিজম ঃ স্বল্পমেয়াদি সুবিধার অধীনে গ্রামবাসীদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা উন্নয়ন ফলপ্রদ নয়। তারা দেশের কর-যুগ এবং মূল্য বৃদ্ধিতে হতাশ। সেজন্য বনাঞ্চল সুরক্ষার জন্য জেএফএমসি-র সম্প্রদায়ের সুরক্ষার নির্ভরশীলতা সুপারিশ করা হচ্ছে না।

ইদানীং, যে কোনো নাগরিক বিদেশের কর ব্যবস্থা এবং জনকল্যাণমূলক ক্রিয়াকলাপ পড়তে পারেন। সেজন্য এই অঞ্চলের দারিদ্র্যরেখার নীচে বসবাসকারী মানুষেরা খুব হতাশ। প্রকৃতপক্ষে দেশপ্রেম শব্দটি মাত্র আবেগজাত ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মানুষ এখন জীবনের প্রয়োজন পূরণের জন্য উপায় খুঁজছে হন্যে হয়ে। সেজন্য কোনো আনুষ্ঠানিক মেকানিজম এখানে শূন্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

(**সূত্র ঃ** বনবিভাগের কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা)

৯.১.৪ বনজ উৎপাদনের ঘরোয়া চাহিদা

স্থানীয় মানুষেরা ঘরোয়া প্রয়োজন মেটাতে বনজ দ্রব্যের ওপর কতটা নির্ভরশীল নীচের সারণিতে তা দেওয়া হল :

সারণি -৪ (ক) ঃ কাছাড়িথল জেএফএমসি-র পরিবার পিছু বনজ দ্রব্যের ঘরোয়া প্রয়োজন

বনজ দ্রব্যের নাম	পরিবারের প্রয়োজনীতার গড়		বর্তমানে কীভাবে পুরিত হচ্ছে	উৎস
	প্রয়োজনের বারংবারতা	আনুমানিক পরিমাণ		
জ্বালানি কাঠ	৮০%	বার্ষিক ১.৮২৫ টন	নিকটবর্তী জঙ্গল ও ঘরসংলগ্ন ভূমি থেকে আহরিত	অধিকাংশই বেআইনিভাবে আরএফ থেকে নিষ্কাশিত
ঘরের জন্য কাঠ	১০০	০.১৩০ কিউবিক মিটার	নিকটবর্তী জঙ্গল থেকে আহরিত	বেআইনিভাবে আরএফ থেকে নিষ্কাশিত
কাজের জন্য ছোটখাটো কাঠ	,,	০.০৪০ কিউবিক মিটার	,,	,,
দণ্ড / বাঁশ	,,	৪০ টি	,,	,,
বন থেকে গবাদি পশুর খাবার	,,	৮.০০ কেজি	,,	,,
এনটিএফপি	,,	৩.০০ কেজি	,,	,,
অন্যান্য গান্ধী, ব্যাম্বু স্যুট বন-আলু প্রভৃতি		৩.০ কুইন্টল	,,	,,

সূত্র ঃ বনবিভাগীয় কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

কাছাড়িথল গ্রামের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য বার্ষিক বনজ দ্রব্যের পরিমাণ নীচে দেখানো হল ঃ

সারণি-৪ (খ) ঃ বনজ দ্রব্যের মোট ঘরোয়া প্রয়োজন - কাছাড়িথল জেএফএমসি-র সব পরিবার

বনজ দ্রব্যের নাম	সম্প্রদায়ের প্রয়োজন (প্রতি বছরে কেজি) (*)	মন্তব্য
জ্বালানি কাঠ	বার্ষিক ৪০.১৫ টন	
ঘরের জন্য কাঠ	৩.৬৪ কিউবিক মিটার	
কাজের জন্য ছোটখাটো কাঠ	১.১২ কিউবিক মিটার	
দণ্ড / বাঁশ	১১২০ টি	
বন থেকে গবাদি পশুর খাবার	২.২৪ কুইন্টল	
এনটিএফপি	০.৮৪ কুইন্টল	
অন্যান্য গান্ধী, ব্যাম্বু স্যুট বন-আলু প্রভৃতি	৮৪ কুইন্টল	

সূত্র ঃ সারণি ৪ (ক) উপরের এবং সম্প্রদায়ের রেকর্ড থেকে মোট পরিবারের সংখ্যা

(*) = সব পরিবারের প্রয়োজনের গড় পরিমাণ (সারণি ৪ (ক) থেকে X ৪৫২ পরিবার)

৯.১.৫ গ্রামবাসীদের দ্বারা বনজ উৎপাদন সামগ্রী সংগ্রহ ও বিপণন

ঘরের প্রয়োজন ছাড়াও বনজ দ্রব্যের ওপর সম্প্রদায়ের নির্ভরশীলতা রয়েছে এই দ্রব্য সংগ্রহ করে স্থানীয় বাজারে বিক্রির ক্ষেত্রে। কাছাড়িথল জেএফএমসি-র গ্রামবাসীদের বনজ দ্রব্য সংগ্রহ এবং বাজারজাত করা নীচের সারণিতে দেখানো হয়েছে।

সারণি - ৫ (ক) ঃ কাছাড়িথল জেএফএমসি-র গ্রামবাসীদের দ্বারা বনজ দ্রব্য সংগ্রহ ও বিপণন

বনজ দ্রব্যের নাম	বাজারজাত করণের জন্য সংগ্রহ			সংগ্রহের অবস্থান
	মরশুম / মাস	সংগ্রহকারী পরিবারের সংখ্যা	সংগ্রহের গড় পরিমাণ (কেজি)	
জ্বালানি কাঠ	০	০	০	০
ঘরের জন্য কাঠ	০	০	০	০
কাজের জন্য ছোটখাটো কাঠ	০	০	০	০
বাঁশ	০	০	০	০
দণ্ড	০	০	০	০
বন থেকে গবাদি পশুর খাবার	০	০	০	০
এনটিএফপি (ঝাড়ু)	ডিসেম্বর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি	১২	১.৫০০ কুইন্টাল	আর এফ অঞ্চল
অন্যান্য গান্ধী, ব্যাম্বু স্যুট বন-আলু প্রভৃতি	জুন, জুলাই	১০	০.৫০ কুইন্টাল	আর এফ অঞ্চল

সূত্র ঃ বনবিভাগীয় কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা
উপরের সংযোগে নীচের সারণি অতিরিক্ত তথ্য যোগায়।

সারণি - ৫ (খ) ঃ বনজ দ্রব্য সংগ্রহ ও বিপণন - অতিরিক্ত তথ্য কাছাড়িথল জেএফএমসি

বনজ দ্রব্যের নাম	উদ্বৃত্ত বাজারজাতকরণ (কেজি)	কীভাবে বাজারজাত	বনজ দ্রব্য বিক্রি থেকে পরিবারগুলির গড় আয়
জ্বালানি কাঠ	০	০	০
ঘরের জন্য কাঠ	০	০	০
কাজের জন্য ছোটখাটো কাঠ	০	০	০
বাঁশ	০	০	০
দণ্ড	০	০	০
বন থেকে গবাদি পশুর খাবার	০	০	০
এনটিএফপি (ঝাড়ু)	১৮.০০ কুইন্টাল	গ্রামীণ বাজারে বিক্রি	৭৭১.৪২ টাকা
অন্যান্য গান্ধী, ব্যাম্বু স্যুট বন-আলু, টেরা	৫.০০ কুইন্টাল	,,	৮৯.২৮ টাকা

সূত্র ঃ বনবিভাগীয় কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

৯.১.৬ ঘরোয়া ব্যবহার ও বিপণনের জন্য বনজ উৎপাদনের মোট চাহিদা

কাছাড়িথল জেএফএমসি-র সম্প্রদায়ের সদস্যদের বনজ দ্রব্যের মোট প্রয়োজনীয়তা নীচে সংক্ষেপিত আকারে দেখানো হল যা পূর্ববর্তী উপ-বিভাগের তথ্য নির্ভর।

সারণি - ৬ ঃ কাছাড়িথল জেএফএমসি-র গ্রামবাসীদের বনজ দ্রব্যের মোট প্রয়োজনীয়তা

বনজ দ্রব্যের নাম	সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা (প্রতি বছরে কেজি) সারণি-৪ (খ) থেকে	উদ্বৃত্ত বাজারজাতকরণ (কেজি) সারণি -৫(খ) থেকে	মোট প্রয়োজনীয়তা (কেজি)
জ্বালানি কাঠ	বার্ষিক ৪০.১৫ টন	০	বার্ষিক ৪০.১৫ টন
ঘরের জন্য কাঠ	৩.৬৪ কিউবিক মিটার	০	৩.৬৪ কিউবিক মিটার
কাজের জন্য ছোটখাটো কাঠ	১.১২ কিউবিক মিটার	০	১.১২ কিউবিক মিটার
বাঁশ	৯৮০ টি	০	৯৮০ টি
দণ্ড	১৪০ টি	০	১৪০ টি
বন থেকে গবাদি পশুর খাবার	২.২৪ কুইন্টাল	০	২.২৪ কুইন্টাল
এনটিএফপি	০.৮৪ কুইন্টাল	১৮.০০ কুইন্টাল	১৮.৮৪ কুইন্টাল
অন্যান্য গান্ধী, ব্যাম্বু স্যুট বন-আলু প্রভৃতি	৮৪ কুইন্টাল	৫.০০ কুইন্টাল	৮৯.০০ কুইন্টাল

সূত্র ঃ সারণি ৪ (খ) এবং ৫ (খ) এই বিভাগের, পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত

৯.২ বন সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়

৯.২.১ সুরক্ষা সমস্যাসমূহ

কাছাড়িথল জিএফএমসি-র বনাঞ্চলের সুরক্ষার সমস্যা নীচে সংক্ষিপ্ত রূপে দেওয়া হয়েছে।

সারণি -৭ ঃ কাছাড়িথল জেএফএমসি-র সুরক্ষা সমস্যা

সমস্যার ধরন	প্রাসঙ্গিক (হ্যাঁ / না)	তাৎপর্যপূর্ণ (হ্যাঁ / না)
চারণ – স্থানীয় পশু	হ্যাঁ	হ্যাঁ
চারণ – অন্যান্য অঞ্চল থেকে পশু	হ্যাঁ	হ্যাঁ
অবৈধ গাছ কাটা	হ্যাঁ	হ্যাঁ
কাঠ চোরাচালান	হ্যাঁ	হ্যাঁ
অগ্নিকাণ্ড	না	না
বনভূমি জবরদখল	হ্যাঁ	হ্যাঁ
অন্যান্য	-	-

সূত্র ঃ বনবিভাগীয় কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে উপরের জেএফএমসি যেসব তাৎপর্যপূর্ণ বন সুরক্ষা সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলি হল
(ক) সুরক্ষা প্রতিকারের নিয়মিত তীব্রতা
(খ) জবরদখল
(গ) দুর্বল কর্মী শক্তি এবং বিভাগে শ্রম ব্যবস্থার অবৈজ্ঞানিক বণ্টন

৯.২.২ বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণগুলি

কাছাড়িথল জেএফএমসি-তে বনাঞ্চলের অবনয়নের কারণগুলি হল :
(ক) সুরক্ষা প্রতিকারের নিয়মিত তীব্রতা
(খ) জবরদখল
(গ) উৎসর্গিত বন কর্মীরা রয়েছেন সুরক্ষা কর্মে কিন্তু তাঁদের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ/ যোগাযোগ স্থাপন/সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে এবং বিজ্ঞাপনী কর্মসূচিতে কাজে লাগানো হয়, এইসঙ্গে রয়েছে এনআরসি, নির্বাচন সংক্রান্ত কাজকর্ম যা বছরভর চলে। এগুলিই হয়ে ওঠে তাঁদের মূল কাজ এবং এর ফলে বন সুরক্ষা কর্মে দারুণ ক্ষতি হয়।

(সূত্র ঃ বনবিভাগের কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা)

৯.৩ বনাঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়সমূহ

নীচের উপ-বিভাগগুলিতে কাছাড়িথল জেএফএমসি-র বন উন্নয়ন পরিকল্পনার প্ধান উপাদানগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেমন সুরক্ষার জন্য পরিকল্পনা, বন উন্নয়ন (বিবেচনা), নার্সারি উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নানারকম অপারেশন।

৯.৩.১ সুরক্ষা পরিকল্পনা

সুরক্ষা পরিকল্পনা নীচে দেওয়া হয়েছে, পূর্ববর্তী উপ-বিভাগ ৩.১-এ যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কাছাড়িথল জেএফএমসি-র বনাঞ্চলের সুরক্ষার পন্থা নীচে দেওয়া হল

সারণি -৮ ঃ কাছাড়িথল জেএফএমসি-র সুরক্ষা পরিকল্পনা

সুরক্ষা কর্ম (প্রোফর্মা-৩-র সারণি ৩.৭ থেকে পূরণ করতে হবে যেমন প্রযোজ্য)	**বনাঞ্চলে অবস্থান**	**প্রতিকারের পরিমাণগত রূপ (দৈর্ঘ্য, অঞ্চল, আকার প্রভৃতি)**	**সময়**	**অগ্রাধিকার (উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন)**
চারণ - স্থানীয় পশু	কাছাড়িথল জেএফএমসি অঞ্চল	৬০০ হেক্টর	দিন চলাকালীন	মাঝারি
চারণ - অন্যান্য অঞ্চল থেকে পশু	-ঐ-	- ঐ-	- ঐ-	- ঐ-
বেআইনি গাছ কাটা	- ঐ-	- ঐ-	চব্বিশ ঘণ্টা	- ঐ-
কাঠের চোরাচালান	- ঐ-	- ঐ-	-ঐ-	- ঐ-
দুর্ঘটনামূলক আগুন	- ঐ-	- ঐ-	ডিসেম্বর ও জানুয়ারি	নিম্ন
বনভূমির দখল	- ঐ-	- ঐ-	দিন চলাকালীন	উচ্চ
অন্যান্য	--	--	--	--

সূত্র ঃ বনবিভাগীয় কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

তাহলে, দেখা গেল যে কাছাড়িথল জেএফএমসি-তে (উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে) যেসব তাৎপর্যপূর্ণ সুরক্ষা ব্যবস্থা নিতে হবে সেগুলি হল ঃ

(ক) দখলদারদের উচ্ছেদের জন্য অপারেশন।

(খ) বিপদসংকুল অঞ্চলে নিয়মিত পেট্রোলিং।

(গ) আর এফ সীমা যেখানে রাজস্ব জমিতে মিলেছে তার ১৫ মিটার অন্তর সীমানা স্তম্ভ নির্মাণ।

(ঘ) জেএফএমসি-র বন সুরক্ষা সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ সঠিকভাবে উজ্জীবিত হওয়া উচিত।

৯.৩.২ প্রস্তাবিত কাজকর্মের ধরনসমূহ

কাছাড়িথল জেএফএমসি-র বনাঞ্চলের অবনয়ন ঘটা অঞ্চলের স্বার্থে যেসব অপারেশন প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলি হল ঃ

সারণি -৯ ঃ কাছাড়িথল জেএফএমসি-তে প্রস্তাবিত অপারেশনের ধরন

বিবেচনা	প্রয়োজনীয়তা (হ্যাঁ/ না)	জেএফএমসি-র দায়িত্ব (হ্যাঁ / না)	মাস / বছর যখন করা যাবে	বিবেচনার জন্য বনাঞ্চলের বিস্তৃতি (হেক্টার)
অবনমিত বনাঞ্চলের পুন দ্ধার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নভেম্বর থেকে জানুয়ারি অগ্রিম কাজ। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলে সৃষ্টি এবং পরবর্তী মাসে রক্ষণাবেক্ষণ।	সমগোত্রীয় প্রজাতির কৃত্রিম উদ্ভাবন ২০ হেক্টর জমিতে ১, ২ ও ৩ হেক্টর করে প্লট, একমাত্র যাতে বিস্তৃত অবনয়ন ঘটা ভূমি লভ্য না হয়। যদিও হেক্টর ১০ /২০ হেক্টর প্রভৃতির জন্য প্রস্তাব এই ধরনের অবনয়ন ঘটা ভূমির ক্ষেত্রে শূন্য বলে বিবেচিত হবে।
গাছ কাটায় সুরক্ষা	হ্যাঁ	হ্যাঁ	বছরের প্রত্যেক মাসে	বনবিভাগের কর্মী ও জেএফএমসি দ্বারা ২৮০ হেক্টর বনাঞ্চলের নিয়মিত নজরদারি
ওয়াটারশেড ট্রিটমেন্ট	না	না	-	-
ওয়াটার রিজার্ভার	না	না	-	-
ঘাস ও সিলভি-পাস্তুর	না	না	-	-
বাঁশ ঝাড়	না	না	-	-
বীজ বপন	না	না	-	-
শেকড় ও কাণ্ড কাটা ও রোপণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	বছরের প্রত্যেক মাসে	বনবিভাগের কর্মী ও জেএফএমসি দ্বারা ২৮০ হেক্টর বনাঞ্চলের নিয়মিত নজরদারি

সূত্র ঃ বনবিভাগীয় কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

কাছাড়িথলজেএফএমসি-র বনাঞ্চলের স্বার্থে যেসব প্রতিকার ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলি হল ঃ

(ক) জেএফএমসি অঞ্চলে ২০ হেক্টর জমিতে সমগোত্রীয় প্রজাতির কৃত্রিম পুনরুৎপাদন।

৯.৩.৩ বনাঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা— আগাম কাজ ও বন সৃজন

এপ্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিবরণ নীচের সারণিতে দেওয়া হল ঃ

সারণি -১০ ঃ কাছাড়িথল জেএফএমসি-তে বন উন্নয়ন পরিকল্পনা

বিবেচনা	প্ল্যান্টেশন মডিউলের অধীনে হেক্টরে অঞ্চল	ব্লক প্ল্যান্টেশনের জন্য অগ্রাধিকার	প্রজাতি	ব্যবধান (মিটার x মিটার)
স্বাভাবিক উদ্ভবকে সাহায্য (ব্যবধানে রোপণ সহ)	২ হেক্টর	শূন্য	সেগুন, গামারি, সেসাইচামা, রাতা, জাম প্রভৃতি	
ব্লক প্ল্যান্টেশন				
নিম, আমলা, মহুয়া, বয়রা (ওষধি উদ্ভিদ) বপন				
সমৃদ্ধ প্ল্যান্টেশন				
সরাসরি প্ল্যান্টেশন	২ হেক্টর		- ঐ-	২ × ২
অন্যান্য				
মোট অঞ্চল (হেক্টরে)				

সূত্র ঃ বনবিভাগীয় কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

৯.৪ বন উন্নয়ন— বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা

উপরের সংযোগে বার্ষিক লক্ষ্য দশ বছরের সময়পর্বের জন্য নীচে দেওয়া হল ঃ

সারণি -১০ (ক) ঃ কাছাড়িথল জেএফএমসি-র বন উন্নয়নের বার্ষিক লক্ষ্য (বছর -১ থেকে বছর -৫)

বিবেচনা	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
স্বাভাবিক পুন ৎপাদনে সাহায্য (ব্যবধানে প্যানটেশন সহ)	২ হেক্টর	২ হেক্টর	২ হেক্টর	২ হেক্টর	২ হেক্টর
ব্লক প্যানটেশন					
নিম, আমলা, মহুয়া, বয়রা (ওষধি গাছ) বপন					
সমৃদ্ধ প্যানটেশন					
সরাসরি প্যানটেশন	২ হেক্টর	২ হেক্টর	২ হেক্টর	২ হেক্টর	২ হেক্টর
সিলভি-কালচারাল অপারেশন					
অন্তর্বর্তী অপারেশন					

সূত্র ঃ বনবিভাগীয় কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

সারণি -১০ (খ) ঃ কাছাড়িথলজেএফএমসি-তে বন উন্নয়নের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (৬ বছর থেকে ১০ বছর পর্যন্ত)

প্রতিকার	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
সাহায্যকৃত স্বাভাবিক পুন ৎপাদন (ব্যবধানে প্যানটেশন সহ)	২ হেক্টর	২ হেক্টর	২ হেক্টর	২ হেক্টর	২ হেক্টর
ব্লক প্যানটেশন					
নিম, আমলা, মহুয়া, বয়রা (ওষধি গাছ) বপন					
সমৃদ্ধ প্যানটেশন					
সরাসরি প্যানটেশন	২ হেক্টর	২ হেক্টর	২ হেক্টর	২ হেক্টর	২ হেক্টর
সিলভি-কালচারাল অপারেশন					
অন্তর্বর্তী অপারেশন					

সূত্র ঃ বনবিভাগীয় কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

৯.৪.১ নার্সারি উন্নয়ন পরিকল্পনা

কাছাড়িথল জেএফএমসি-র জন্য নার্সারি উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্ভর করে নিম্নলিখিত নার্সারির ধরনের ওপর ঃ
(ক) জেএফএমসি নার্সারি (বিভাগীয় নার্সারি সহ)
(খ) অন্যান্য নার্সারি - স্বনির্ভরশীল গোষ্ঠী ও বেসরকারি।
বিস্তারিত নীচে দেওয়া হল :

জেএফএমসি নার্সারি

নীচের সারণিতে কাছাড়িথল জেএফএমসি-র নার্সারিগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল। এর মধ্যে রয়েছে জেএফএমসি কাজে জড়িত বিভাগীয় নার্সারিও।

সারণি-১১ (ক) ঃ কাছাড়িথল জেএফএমসি-র জেএফএমসি নার্সারি

নার্সারির অবস্থান	প্রজাতি	উন্নয়নের বছর	বীজের সংখ্যা	মন্তব্য
শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য	

সূত্র ঃ বনবিভাগীয় কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

অন্যান্য নার্সারি

কাছাড়িথল জেএফএমসি-র নিকটবর্তী অন্যান্য নার্সারির বিস্তারিত বিবরণ নীচের সারণিতে দেওয়া হল।

সারণি -১১ (খ) ঃ কাছাড়িথল জেএফএমসি-র নিকটবর্তী অন্যান্য নার্সারি

নার্সারির নাম	প্রজাতি	উন্নয়নের বছর	বীজের সংখ্যা	মন্তব্য
লোহারবন্দ	ঘোড়ানিম, জাম, হাতকর, চাম, সুন্দি, ছাতিম, ভাট, পুমা, রাতা, আম, কঠাল, রেইন ট্রি, হরিতকী, আমলা, কৃষ্ণচূড়া, মজ, বহেরা টিক, গামারি, চেসিয়াছামা ইত্যাদি	২০১৫-১৬	২০০০০০	

সূত্র ঃ বনবিভাগীয় কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

৯.৪.২ রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা - ১০ বছর

কাছাড়িথল জেএফএমসি-তে প্ল্যানটেশনের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা নীচে দেওয়া হল। এটা দশবছর সময়পর্ব কভার করেছে।

(ক) কাঠের প্রজাতি সেগুন, গামারি, চেসিয়াছামা, ঘোড়ানিম, জাম, হাতকর, চাম, সুন্দি, ছাতিম, ভাট, পুমা, রাতা, আম, কাঁঠাল, রেইন ট্রি, হরিতকী, আমলা, কৃষ্ণচূড়া, মোজ, বয়রা ইত্যাদি

সারণি-১২ (ক) ঃ কাছাড়িথল জেএফএমসি-তে বৃক্ষ রোপণকর্মের রক্ষণাবেক্ষণ প্ল্যান

বর্ষ	বিবেচনা
২০১৬-১৭	এই বছরের জন্য প্রকল্পের সম্মত বিধি অনুযায়ী।
২০১৭-১৮	এই বছরের জন্য প্রকল্পের সম্মত বিধি অনুযায়ী।
২০১৮-১৯	এই বছরের জন্য প্রকল্পের সম্মত বিধি অনুযায়ী।
২০১৯-২০	এই বছরের জন্য প্রকল্পের সম্মত বিধি অনুযায়ী।
২০২১-২২	শূন্য
২০২২-২৩	শূন্য
২০২৩-২৪	শূন্য
২০২৪-২৫	শূন্য
২০২৫-২৬	শূন্য
২০২৬-২৭	শূন্য

সূত্র ঃ বনবিভাগীয় কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

(খ) বাঁশ

সারণি-১২ (খ) ঃ কাছাড়িথল জেএফএমসি-তে বাঁশ প্ল্যানটেশনের রক্ষণাবেক্ষণ প্ল্যান

বর্ষ	বিবেচনা
	কাছাড়িথল জেএফএমসি-তে **রক্ষণাবেক্ষণের অধীনে কোনো বাঁশ প্ল্যানটেশন নেই এবং সেজন্য রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্ন আসে না।**

সূত্র ঃ বনবিভাগীয় কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

(গ) জ্বালানি কাঠ প্ল্যানটেশন

সারণি -১২ (গ) ঃ কাছাড়িথল জেএফএমসি-তে জ্বালানি কাঠ প্ল্যানটেশনের রক্ষণাবেক্ষণ প্ল্যান

বছর	প্রতিকার
২০১৬-১৭	এই বছরের জন্য প্রকল্পের সম্মত বিধি অনুযায়ী।
২০১৭-১৮	এই বছরের জন্য প্রকল্পের সম্মত বিধি অনুযায়ী।
২০১৮-১৯	এই বছরের জন্য প্রকল্পের সম্মত বিধি অনুযায়ী।
২০১৯-২০	এই বছরের জন্য প্রকল্পের সম্মত বিধি অনুযায়ী।
২০২১-২২	শূন্য
২০২২-২৩	শূন্য
২০২৩-২৪	শূন্য
২০২৪-২৫	শূন্য
২০২৫-২৬	শূন্য
২০২৬-২৭	শূন্য

সূত্র ঃ বনবিভাগীয় কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

(ঙ) এনটিএফপি/ওষধি উদ্ভিদ প্ল্যানটেশন

সারণি- ১২ (ঘ) ঃ কাছাড়িথল জেএফএমসি-তে এনটিএফপি/ওষধি উদ্ভিদ প্ল্যানটেশনের রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা

বছর	প্রতিকার
২০১৬-১৭ থেকে ২০২৬-২৭	কাছাড়িথল জেএফএমসি-তে কোনো এনটিএফপি/ওষধি উদ্ভিদের প্ল্যানটেশন নেই আর তাই এগুলি রক্ষার প্রশ্ন ওঠেই না।

সূত্র ঃ বনবিভাগীয় কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

৯.৪.৩ বিবিধ অপারেশন পরিকল্পনা

কাছাড়িথল জেএফএমসি-তে বিভিন্ন অপারেশন পরিকল্পনা নীচে দেওয়া হল :

সারণি -১৩ ঃ কাছাড়িথল জেএফএমসি-তে বিভিন্ন অপারেশন ঃ

অপারেশন	প্রয়োজন (হ্যাঁ / না)	দায়িত্ব	মাস / বছর	অঞ্চল (হেক্টর)
উপযুক্ত সম্মতির পর সম্প্রদায়ের সদস্য দ্বারা পূরণ করা হয়েছে।				

সূত্র ঃ বনাবভাগায় কমা এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

৯.৪.৪ বিপণন কাজকর্ম

কাছাড়িথল জেএফএমসি থেকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত মার্কেটিং অপারেশনগুলি হল ঃ

(ক) স্থানীয় বাজারে সরাসরি নিয়ে যাওয়া

(খ) স্ক্রিনিং/নির্বাচন প্রভৃতি দ্বারা সামগ্রীর গুণমান বৃদ্ধি

(গ) রাসায়নিক প্রভৃতি ব্যবহার না করে কৃষিজাত দ্রব্যের প্রথাগত সংরক্ষণ ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন

(ঘ) মার্কেটিঙে মধ্যস্থতাকারী/দালাল উপেক্ষা করা।

৯.৫ প্রত্যাশিত সুফল

এই উপ-বিভাগে কাছাড়িথল জেএফএমসি সদস্যদের দ্বারা সুরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে প্রত্যাশিত সুবিধার পাশাপাশি ব্যবহারকারীর সুবিধার জন্য মেকানিজম শেয়ার করার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

৯.৫.১ কাঠ ও ঘাস থেকে প্রত্যাশিত সুফল

কাছাড়িথল জেএফএমসি-র জন্য উপরের বিষয়গুলি নীচের সারণিতে দেওয়া হয়েছে। এই বন উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে সদস্যদের দ্বারা সুরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে সুবিধা প্রত্যাশা করা হয়েছে।

সারণি-১৪ ঃ কাছাড়িথল জেএফএমসি সদস্যদের দ্বারা সুরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে প্রত্যাশিত সুবিধা

বিবরণ	মাস	বছর (সংকেতমূলক)	গুণমান
জ্বালানি কাঠ	আগস্ট/২০১৬ থেকে মার্চ/২০১৭.	২০১৬-১৭	শূন্য
ঘরের জন্য কাঠ	- ঐ -	২০১৬-১৭	শূন্য
কাজের ছোটখাটো কাঠ	- ঐ -	২০১৬-১৭	শূন্য
বাঁশ	- ঐ -	২০১৬-১৭	শূন্য
পোল	- ঐ -	২০১৬-১৭	শূন্য
বনের গাছ ও ঘাস থেকে গবাদি পশুর খাদ্য	- ঐ -	২০১৬-১৭	শূন্য
এনটিইপি	- ঐ -	২০১৬-১৭	শূন্য
মজুরি	- ঐ -	২০১৬-১৭	শূন্য
অন্যান্য —	- ঐ-	২০১৬-১৭	শূন্য

সূত্র ঃ বনবিভাগীয় কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

৯.৫.২ বন্টন পদ্ধতি

কাছাড়িথল জেএফএমসি সদস্যদের সুবিধার জন্য বন্টন পদ্ধতি নীচে দেওয়া হল।

সারণি-১৫ ঃ কাছাড়িথল জেএফএমসি-র জন্য বন্টন পদ্ধতি

পদ্ধতি	আইটেম
সমানভাবে শেয়ার করতে হবে	সরকারি নিয়ম /অধিসূচনার ব্যবস্থা অনুযায়ী
সদস্যদের দ্বারা স্বাধীনভাবে সংগৃহীত হবে	ঐ
অন্যান্য পদ্ধতি	ঐ

সূত্র ঃ বনবিভাগীয় কর্মী এবং সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

১০. রূপায়ণ কৌশল, সময়সীমা এবং বাজেট

১০.১.১ ভূমিকা ও দায়িত্ব

তিনটি উপ পরিকল্পনার যাদের নাম জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা, গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বনোন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ভূমিকা ও দায়িত্বের একটি ম্যাট্রিক্স উন্নত করা হয়েছে। নীচে প্রতিটি উপ-পরিকল্পনার জন্য পৃথকভাবে ম্যাট্রিক্স দেখানো হল।

জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা

অংশীদার	পরিকল্পনা	মানবশক্তি	প্রশিক্ষণ	তহবিল	উৎপাদন ও মূল্য যোগ	মার্কেটিং	এম এবং ই
জেএফএমসি	✓	✓			✓	✓	✓
এনজিও	✓	✓	✓		✓	✓	
দক্ষ এজেন্সি	✓	✓	✓		✓		
বনবিভাগ	✓	✓		✓		✓	✓
লাইন বিভাগ	✓	✓		✓			✓

গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা

অংশীদার	জেএফএমসি	বনবিভাগ	লাইন বিভাগ	এনজিও	প্রশিক্ষণ সংস্থা	ভারত সরকার/ করপোরেশন
সৌরশক্তি	✓	✓	✓	✓		✓
সৌর/ হাইব্রিড স্ট্রিট লাইট	✓	✓	✓	✓		✓
ছড়িয়ে ছিটিয়ে সেচ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
এলপিজি	✓	✓		✓	✓	✓
পাওয়ার পাম্প	✓	✓	✓	✓		✓
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	✓	✓		✓	✓	✓
সমাজগৃহ তথা জেএফএমসি কার্যালয়	✓	✓	✓			
পথ	✓	✓	✓			
ওয়াটসান	✓	✓	✓	✓		✓
বিদ্যালয়	✓	✓				
স্বাস্থ্য পরিকাঠামো	✓	✓	✓	✓	✓	✓
অর্গানিক ফার্মিং / ভার্মিকম্পোস্ট	✓	✓	✓	✓	✓	✓

বনোন্নয়ন পরিকল্পনা

অংশীদার	জেএফএমসি	বনবিভাগ	লাইন বিভাগ	এনজিও	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	জেলা প্রশাসন
বন সুরক্ষা	✓	✓		✓		✓
বন্যপ্রাণী সুরক্ষা	✓	✓	✓	✓	✓	
আবাসীদের উন্নয়ন	✓	✓	✓	✓	✓	
নার্সারি উন্নয়ন	✓	✓		✓	✓	
জলাভূমি সংরক্ষণ	✓	✓		✓		✓
পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ	✓	✓	✓	✓		
ইকো-ট্যুরিজম	✓	✓	✓			

১০.২ আর্থিক বিনিয়োগ ও বাজেট

ক্ষুদ্র পরিকল্পনার জন্য বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে তিনটি উপ পরিকল্পনা যাদের নাম জীবিকা পরিকল্পনা, গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা ও বনোন্নয়ন পরিকল্পনার বার্ষিক প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে। সংমিশ্রিত সারণি নীচে দেওয়া হল ঃ

ক্রমিক নং	পরিকল্পনা	পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১	জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা		
২	গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা		
৩	বনোন্নয়ন পরিকল্পনা		
	মোট		

জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১	দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ		
২	ডেয়ারি ফার্মিং		
৩	পোলট্রি / ডাকারি		
৪	কম্পিউটার		
৫	বাণিজ্য ও ডাক		
৬	হস্তশিল্প		
৭	কিট ও সরঞ্জাম		
৮	মূল্য যোগ ও সার্টিফিকেশন		
৯	প্যাকেজিং এবং মার্কেটিং		
১০	এক্সপোজার ভ্রমণ		
১১	স্বনির্ভরশীল গোষ্ঠী / জে এল জি / ক্লাস্টার গঠন ও ক্রেডিট		
	মোট		

বার্ষিক গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১	সৌরশক্তি		
২	সৌর / হাইব্রিড স্ট্রিট লাইট		
৩	স্প্রিংকলার কৃষি		
৪	এলপিজি		
৫	পাওয়ার পাম্প		
৬	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র		
৭	সমাজগৃহ তথা জে এফ এম সি কার্যালয়		
৮	পথ		
৯	ওয়াটসান		
১০	বিদ্যালয়		
১১	স্বাস্থ্য পরিকাঠামো		
১২	অর্গানিক ফার্মিং / ভার্মি কম্পোস্ট		
	মোট		

বার্ষিক বনোন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	পরিমাণ	মন্তব্য
১	০.২৫ হেক্টার নার্সারি		
২	৫০-১০০ হেক্টার জ্বালানিকাঠ প্ল্যানটেশন সৃষ্টি		
৩	জলা স্থানের পরিশ্রুতকরণ	৫,০০,০০০.০০	
৪	ফসল বিমা	১,০০,০০০.০০	
৫	জীবন বিমা	২,০০,০০০.০০	
৬	গবাদি পশু বিমা	৫০,০০০.০০	
	মোট		

১০.৩ কর্ম পরিকল্পনা ও রণনীতি ঃ

তিনটি পরিকল্পনা যথাক্রমে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা, বনোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতিটিরই দরকার স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি অ্যাকশন প্ল্যান কৌশল ক্ষুদ্র পরিকল্পনার প্রতিকার উপলব্ধির জন্য। স্বল্পমেয়াদি কৌশলে নজর দেওয়া উচিত ০-৫ বছরে যেসব ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ করা হবে, এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় নজর দেওয়া উচিত এই পরিকল্পনার ৫-১০ বছরে যেসব ক্রিয়াকলাপ হাতে নেওয়া হবে তার ওপর।

জীবিকা উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা ঃ

জীবিকা অ্যাকশন প্ল্যানকে তিনটি ভাগে করা যায়, যার নাম স্কিলিং, উৎপাদন এবং মার্কেটিং ও মূল্য যোগ। জনসংখ্যার সবচেয়ে বেশি দরকার স্কিলিং বা দক্ষতা। দক্ষতার প্রয়োজনীয়তার মূল্যায়ন করা দরকার প্রাথমিক ও অগ্রিম স্তরে। একবার বাণিজ্য ও দক্ষতার প্রয়োজন ঠান্ডা হয়ে গেলে, প্রাথমিক দক্ষতা ভাগ করা উচতি এক বছরের মধ্যে গ্রামের সব ইচ্ছুক সদস্যের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের মধ্যে পর্যাবৃত্ত ভাবে। এই সময়কালে কিছু প্রশিক্ষার্থী উৎপাদন শুরু করতে পারে। ব্র্যান্ডের প্রভাব এবং গুণমান ও মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদনের বাজার যোগ্যতা মূল্যায়ন করতে হবে লভ্য বাজারগুলিতে সবচেয়ে বেশি বাজারযোগ্য সামগ্রীর।

গ্রামোন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা ঃ

গ্রামোন্নয়ন অ্যাকশন প্ল্যানকে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় ভাগ করা যায়। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার ক্রিয়াকলাপে রয়েছে সৌরবিদ্যুৎ, এলপিজি সংযোগের ব্যবস্থা, সমাজগৃহ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং জলনিকাশি ব্যবস্থা যা উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রামের ক্রিয়াকলাপের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অন্তর্গত বিদ্যালয় নির্মাণ, স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা সহ জল ছেটানোর ব্যবস্থা, পাওয়ার পাম্পের ব্যবস্থাও করা হবে।

বনবিভাগের কর্ম পরিকল্পনা ঃ

বনোন্নয়নের অ্যাকশন প্ল্যানে আছে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি অ্যাকশন প্ল্যান। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় রয়েছে বন সুরক্ষা স্কোয়াড গঠন ও শক্তিশালীকরণ, নার্সারি উন্নয়ন, জলের উৎস পরিশ্রুতকরণ এবং জ্বালানি কাঠ প্ল্যানটেশন। দীর্ঘমেয়াদি অ্যাকশন প্ল্যানের অন্তর্গত প্ল্যানটেশন, ফসল উন্নয়ন এবং গ্রামবাসীদের উন্নয়ন, এগুলি গ্রহণ করতে হবে।

১০.৪ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, নেটওয়ার্কিং ও অংশীদারিত্ব

জেএফএমসি ঃ জেএফএমসি-র উন্নয়ন ঘটানো দরকার পরিকাঠামো সম্পদের প্রেক্ষিতে এবং গ্রাম ও বনোন্নয়নের সম্পদ কেন্দ্র হিসেবে। সমাজগৃহ সহ প্রস্তাবিত জেএফএমসি কার্যালয় হবে ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দু যেখানে আধুনিক সরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকবে যেমন কম্পিউটার, টিভি এবং সহায়ক সরঞ্জাম যেমন জেনারেটর প্রভৃতি। জেএফএমসি সদস্যদের দক্ষতা বাড়াতে হবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে, কম্পিউটার ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং রেকর্ড আপডেট করা, অ্যাকাউন্ট রক্ষা এবং গ্রাম স্তর ও বনের তথ্য নিয়মিত ভিত্তিতে সংগ্রহ করা প্রভৃতি প্রশিক্ষণ দিতে হবে। জেএফএমসি কার্যালয়ের উন্নয়ন ঘটাতে হবে সম্পদ কেন্দ্র, ক্রিয়াকলাপ এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রূপে। গ্রামবাসীদের নেটওয়ার্কিং দক্ষতা ও অন্যান্য বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং অংশীদারিত্বের জন্য নিয়মকানুন বোঝাতে হবে।

পরিশিষ্টের তালিকা	
পরিশিষ্ট নং	**শিরোনাম**
I (ক)	ভারতে জেএফএমসির মানচিত্রের অবস্থান
I (খ)	কাছাড়িথলের অবস্থান মানচিত্র
II	জেএফএমসি প্রবেশ পথ
III (ক)	জেএফএমসি পঞ্জিকরন শংসাপত্র
III (খ)	চুক্তিপত্র (মউ) /সিদ্ধান্তের শংসাপত্র
Iv	কাছাড়িথল জেএফএমসি-র কার্যবাহী সদস্যবৃন্দ
V	কাছাড়িথল জেএফএমসি-র কার্যবাহী সদস্যদের গ্রুপ ফোটো
VI	পিআরএ ও এফজিডি চলাকালীন উপস্থিত সদস্যদের তালিকা (স্বাক্ষরিত তালিকা)
VII (ক)	কাছাড়িথল জেএফএমসি-র পিআরএ-সম্প্রদায় মানচিত্র
VII (খ)	কাছাড়িথল জেএফএমসি-র পিআরএ-সম্পদ মানচিত্র
VII (গ)	কাছাড়িথল জেএফএমসি-র পিআরএ-বিপদ মানচিত্র
VII (ঘ)	কাছাড়িথল জেএফএমসি-র ভেন ডায়াগ্রাম
VIII	কাছাড়িথল জেএফএমসি-র প্রারম্ভিক কর্মসূচি
IX (ক)	কাছাড়িথল জেএফএমসি-র (প্রস্তাবিত) প্রশিক্ষণ তালিকা
IX (খ)	নার্সারির প্রশিক্ষণ তালিকা (পূর্ণাঙ্গ)
X	ফোটোগ্রাফ
XI	জিপিএস সমন্বয়
XII	এসডিপি রিপোর্ট

পরিশিষ্ট- I (ক)

ভারতে জেএফএমসি-র অবস্থান মানচিত্র

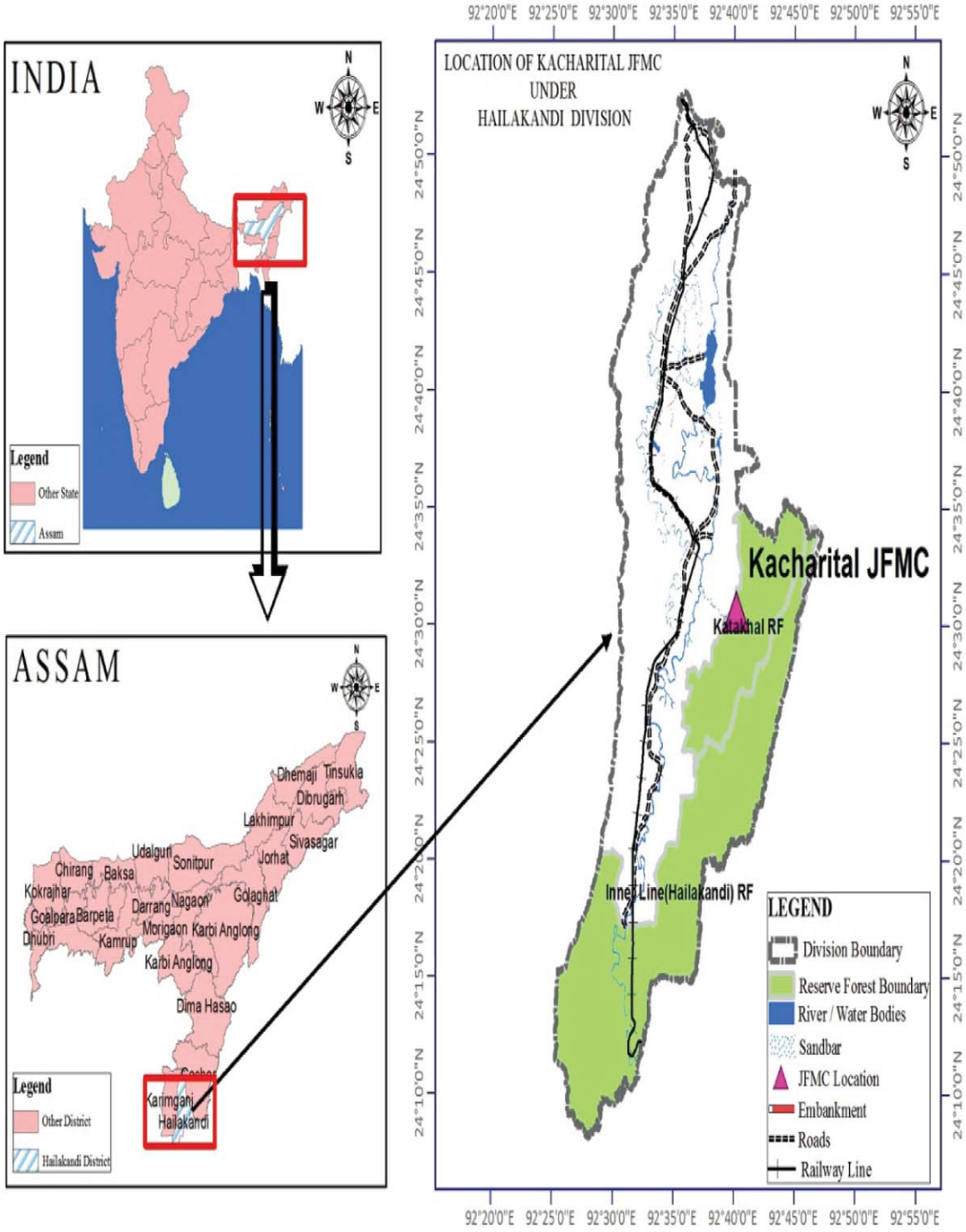

পরিশিষ্ট- I (খ)

কাছাড়িথলের অবস্থান মানচিত্র

LOCATION OF JFMC UNDER HAILAKANDI DIVISION

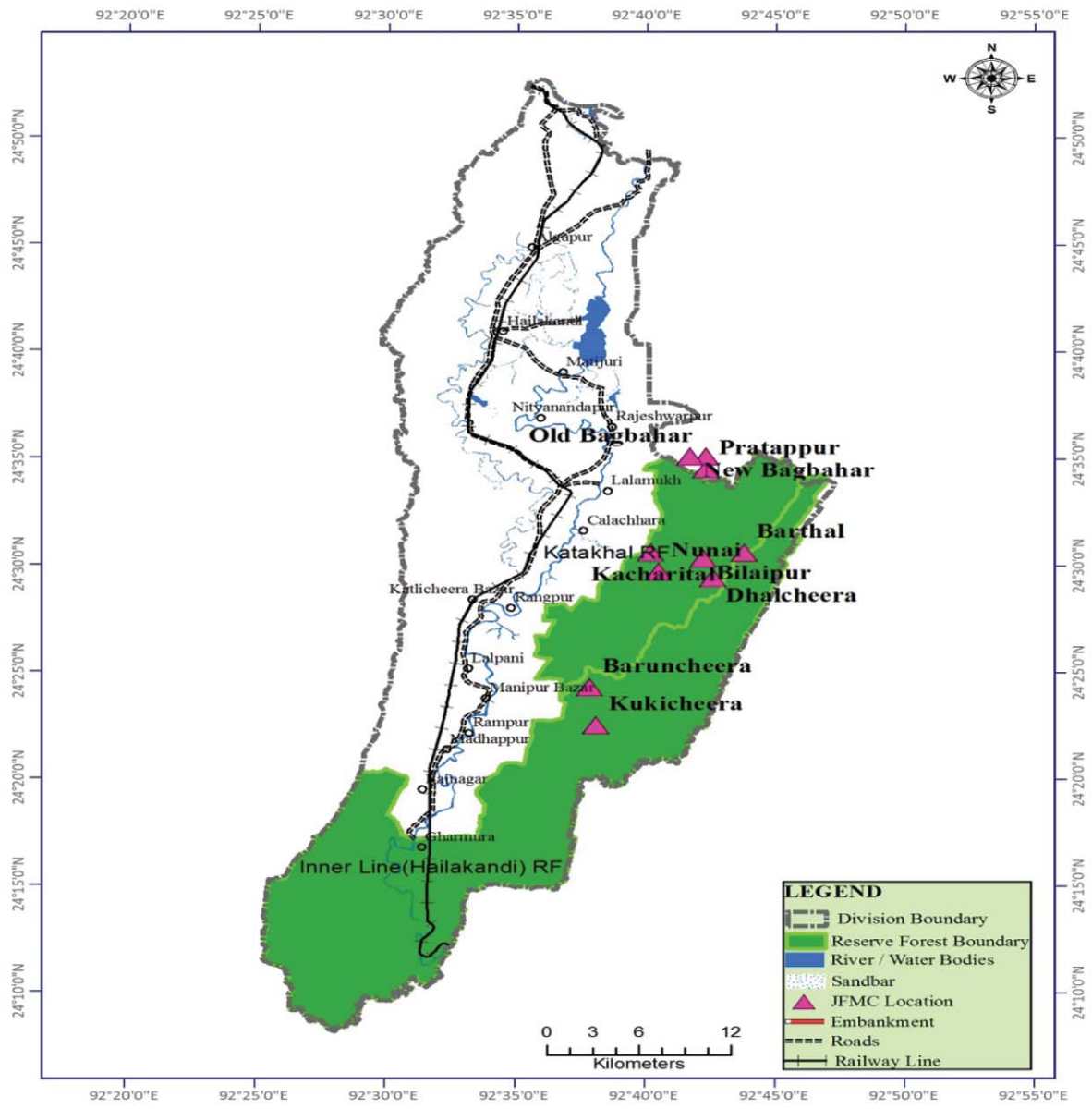

পরিশিষ্ট- II

জেএফএমসির প্রবেশ পথ

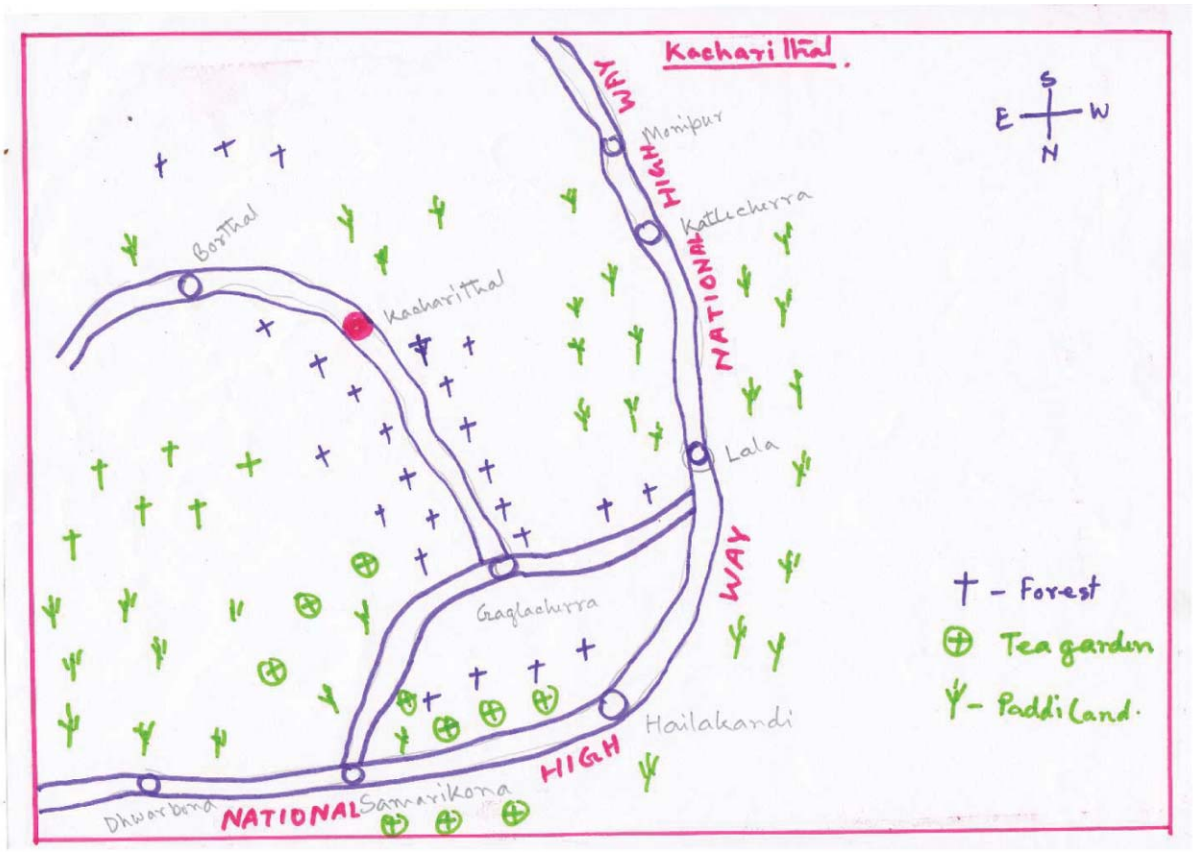

পরিশিষ্ট- III (ক)
জেএফএমসির পঞ্জিকরন শংসাপত্র

GOVT. OF ASSAM
OFFICE OF THE DIVISIONAL FOREST OFFICER, HAILAKANDI DIVISION
CUM
OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER, HAILAKANDI FDA

OFFICE ORDER NO. HKD/10

Dated, Hailakandi
1st July' 2015

In exercising the provision conferred under Rule II (ii) of **the Assam Joint (People's Participation) Forestry Management Rules 1998** and as per the resolution of the beneficiaries meeting of Kacharithol JFMC, held on 01-06-2015. The JFMC is hereby renewed up to the year 2015-16 with the following office bearers in order to implement afforestation programs as well as ancillary works as provided in the said Rules 1998.

Name of the JFMC :- Kacharithol JFMC, Matijuri Range
Registration No. :- SAC/HKD/03/ Dated 06-06-2005
List of office bearers :-

1. Sri Sushil Roy, President
2. Sri Promeswar Debnath, Fr.-I, Member Secretary
3. Sri Rajendra Roy, Member
4. Sri Dilip Majhi, ,,
5. Smti Suchitra Majhi, ,,
6. Smti Rina Roy, ,,
7. Sri Swapan Mazumder, ,,
8. Sri Gopal Majhi, ,,
9. Sri Nonigopal Majhi, ,,
10. Sri Gopal Ghatowar, ,,
11. Sri Anu Majhi, ,,

(Sri Gunin Saikia, DCF)
Divisional Forest Officer,
Hailakandi Division, Hailakandi
Cum FIU, Hailakandi.

Contd. P/2

পরিশিষ্ট- III (খ)

চুক্তিপত্র (মউ) / সিদ্ধান্তসমূহের শংসাপত্র

14

367/55

FORMAT OF AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN
THE JOINT FOREST MANAGEMENT COMMITTEE AND
DIVISIONAL FOREST OFFICER OF THE RESPECTIVE FIELD IMPLEMENTATION UNIT

ARTICLES OF AGREEMENT

Agreement No: & Date (To be filled up by the Divisional Forest Officer)

1. This deed of Agreement made in the form of Agreement on the 15th day of July 2015 between the Divisional Forest Officer. Hailakandi Division, Forest Department of Forest, Assam on behalf of the Project Implementation Unit of the Assam Project on Forest and Biodiversity Conservation Society(APFBCS; hereinafter referred to as the First Party) and the President, Treasurer and Member-Secretary of the Executive Committee duly elected by the General Body of the Kacharithal Joint Forest Management Committee Village Kacharithal P.O Kacharithal Panchayat Bhalcherra Bilaipur Block Lala Sub-Division Hailakandi District Hailakandi (Hereinafter referred to as the Second Party) to execute the project works under the Assam Project on Forest and Biodiversity Conservation(APFBC: hereinafter referred to as Project Works) on the following terms and conditions for proper protection and development of the Forest(s)/ Plantation(s) assigned to this committee as per the schedule given hereunder.

SCHEDULE:

Name of the Joint Forest Management Committee :- Kacharithal J.FMC
District :- Hailakandi
Division :- Hailakandi
Range :- Matijuri Range
Section
Beat
Block Compartment No:
Area (Ha)
Boundary :

North : Gardishpur East Lalcherra F.V.
South Nunai, Manikcherra, Tarracherra. West Shaistyagona & Tea Garden.

3. Pictorial Map showing JFMC area (not to scale)

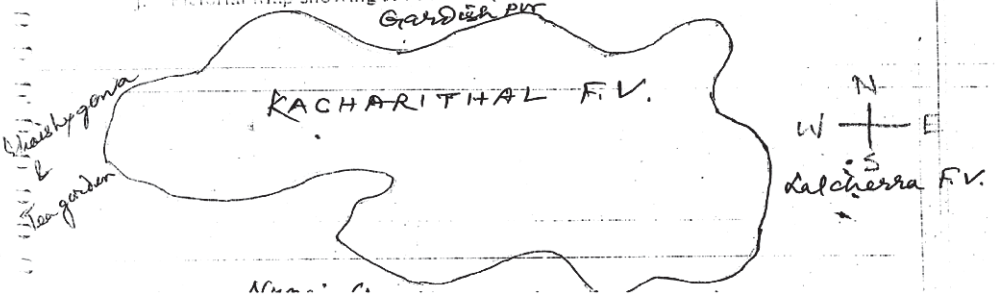

Contd.....

366/365

2. Disbursement of funds:

i. The Second Party shall open a Joint Current Account in the name of 'Forestry Account and Community Account' in any Nationalized Commercial Banks, as per the guidelines prescribed in the APFBC Society's Operational Manual, JFMC & EDC Manual as annexed herewith and as per the amendments made in it from time to time by the First Party.

ii. The First party in consultation with the Circle Conservator shall nominate an Officer not below the rank of Forester-1 for opening and operating the Joint Account in the name of 'Forestry Account' as per the guidelines prescribed in the APFBC Operational Manual and/ or JFMC&EDC Manual as annexed herewith and as per amendments made in it from time to time by the First Party.

iii. Payment of necessary funds to the Second Party shall be released by the First Party as per the guidelines prescribed in the APFBC Society' Operational Manual as annexed herewith and as per the amendments made in it from time to time by the First Party.

3. Maintenance of Accounts:

i. The second party shall maintain separate accounts for all expenditure incurred out of the fund provided from time to time for execution of Project works. Such Accounts shall be made available to the First Party or Project Implementation Unit or its authorized representatives for the purpose for inspection . The First Party shall be responsible for submission of expenditure statement and also necessary records to the PMU, as per the guidelines prescribed in the APFBC Society's Operational Manual, JFMC &EDC Manual as annexed herewith and as per the amendments made in it from time to time by the First Party.

ii. The First Party and also the Second Party shall have to maintain a register where all relevant data of civil works and inputs receipt records etc. shall be maintained properly. The register shall be kept open for all inspecting officers related to the implementation of the APFBC

iii. In case of any event of misuse of funds, the First Party shall have right to stop operation of the Bank Accounts of the Second Party and to be followed by enquiry as may be deemed proper by the First Party.

4. Completion of Project work:

i. The Project Work shall be completed within the time frame of the annual action plan prepared as per the guidelines prescribed in the APFBC Society's Operational Manual, JFMC & EDC Manual as annexed herewith and as per the amendments made in it from time to time by the First Party.

5. Duties and responsibilities of the First party

i. The First party in consultation with the respective Circle Conservator shall demarcate the forest area, where the Second Party shall be allowed to undertake all the project activities and discharge all the responsibilities as per the guidelines

Contd…..

3655

prescribed in the APFBC's JFMC & EDC Manual, as annexed herewith and as per the amendments made in it from time to time by the First Party.

ii. The First Party shall ensure that the activities of the Second Party are in accordance with the guidelines prescribed in the APFBC Society's Operational Manual and JFMC & EDC Manual, other rules, instructions and directions of Government of India and Government of Assam in force.

iii. Until such time as the Second Party can undertake the task, any Forest Officer not below the rank of the Range Officer, as nominated by the First Party, shall prepare estimates for works.

iv. The First Party in consultation with the PMU, APFBC Society shall impart training to Joint Forest Management Committee members on aspects of Forest Management including basic inventory collection, management planning, map interpretation, silviculture, nursery raising, grafting of HYV, etc.

v. The First Party shall have the right to instruct to stop or suspend any activity at any stage if there is any deviation from the specification prescribed in the APFBC Society's Operational Manual, JFMC & EDC Manual as annexed herewith and as per amendments made in it from time to time by the First Party, or violation of any of the terms of this agreement and demand recovery of its payments.

c Duties and responsibilities of the Second Party:

i. Apart from observing all the duties and responsibilities as prescribed in the APFBC Society's Operational Manual, JFMC & EDC Manual as annexed herewith and as per the amendments made in it from time to time by the First Party; the Second Party shall be responsible to manage and implement all the decisions of the Joint Forest Management Committee.

ii. The Second Party shall be responsible for maintaining the record of the proceedings and other documents like Chequebooks, joint Account, Minutes Book, Executive Committee Resolution book, Annual Plan, Micro-plan, and Estimates for Works etc.

iii. The Second Party shall assign duties and responsibilities to the members and may constitute sub-committees as needed with a view to ensure implementation of the Joint Forest Management Committee micro-plan and for effective discharge of their prescribed duties and responsibilities.

iv. The Second Party in consultation with the General Body shall evolve methodology on all issues relating to membership, conflict resolution, encroachments, customary rights and benefit sharing.

v. The Second Party shall prepare a Micro Plan for Project Works as per the guidelines prescribed in the APFBC Society's Operational Manual, JFMC & EDC Manual as annexed herewith and as per the amendments made in it from time to time by the First Party

vi. It shall be the responsibility of the Second Party to account for and manage the funds and other resources received from the Government, other sources and the funds internally generated, in accordance with sound financial standards and practices.

vii. The Second Party shall identify and fix the responsibility on the members of the Joint Forest Management Committee who commit specific offences like grazing

Contd.....

365/347

in the Forest and plantation areas, non-cooperation and disobedience towards decisions of the General Body and Executive committee and inflict Penalties as per the guidelines prescribed in the APFBC Society's Operational Manual, JFMC & EDC Manual as annexed herewith and as per the amendments made in it from time to time by the First Party

viii. The Second Party shall ensure that the procurements are made as specified in the Procurement Procedure Manual of the APFBC Society as provided by the First Party and also as per the guidelines prescribed in the APFBC Society's Operational Manual, as annexed herewith and as per the amendments made in it from time to time by the First Party.

ix. The Second Party shall be responsible for bringing any discrepancy or irregularity to the notice of the representative of the First Party

x. The Second Party shall abide by the technical suggestion/ direction of the First Party or his representatives.

xi. The Second Party shall ensure that there is no mis-utilization of the fund during execution of the Project Works.

xii. The Second Party shall pay all duties, taxes and other levies payable against procurement of inputs.

xiii. The Second Party shall exercise its rights under this agreement in such manner as to protect the interests of the French Development Agency and First Party.

xiv. The second party shall be responsible for maintenance and security of the property / equipment, if any supplied to individuals / communities as part of the project and ensures the same is not mis-utilized.

7. Dispute Settlement:
During execution of work, any dispute arises between the two parties, relating to any aspect of this agreement, the parties shall first attempt to settle the dispute through mutual and amicable consultation. If the dispute is not settled through such consultation, the matter may be referred for arbitration to the Chairman of the DACC.

Signature of the First Party (Officers of the Forest Department, Assam.)

Sl.No.	Name & Designation	Signature
1.	(Divisional Forest Officer)	D.F.O.
2.	(Forest Range Officer)	Implementing Range

Signature of the Second Party (Members of the Committee)

	Name & Address :		Signature
1.	(President) Sushil Chandra Roy	1.	Sushil Chandra Roy, President Kacharithol (A.P.F.B.C) J.F.M.C.
2.	(Treasurer) Harendra Majhi	2.	Treasurer
3.	(Member-Secretary) R Deb Nath		Member Secretary APFBC, JFMC Kacharithol (A.P.F.B.C.) J.F.M.C.

Contd.......

364

Signature of Witnesses

Name & Address :

1. Bikant Khasia
2. Dilip Majhi
3.

Signature

1. Bikesh Khasia
2. জয়ন্ত বিশ্বজিৎ সরকার
3.

পরিশিষ্ট- IV

কাছাড়িথল জেএফএমসি-র কার্যবাহী সদস্যবৃন্দ

Executive Members of Kacharithol JFMC.

Sl.No.	Name	Guardains Name	Age	Education Qualification	Designation
1.	Sushil Chandra Roy	S/o Lalit Ch. Roy.	43	IV	President.
2.	Rajendra Roy	S/o Ramesh Roy	39.	VI	Member
3.	Dilip Majhi	S/o Subal Majhi	40	III	Member.
4.	Monigopal Majhi	S/o Narendra Majhi	44.	V	Member
5.	Sanju Majhi	S/o Gobindra Majhi	32.	VI	Member.
6.	Swapan Mazumdar	S/o Phantusa Mazumdar	36.	X	Member
7.	Bikesh Khusin	S/o Warwin Khusin	32.	IV	Member
8.	Rida Khasin	D/o Kuel Khasin	35	IX	Member
9.	Basonti Ghatwar	D/o Gopal Ghatwar	23	VI	Member
10.	Nilima Mazumdar	D/o Rontusa Mazumdar		X	member
11.	Narendra Majhi	S/o Suresh Majhi	42	VII	Member
12.	Manik Roy	S/o Kusnomoni Roy	40	IX	Member

পরিশিষ্ট- V

কাছাড়িথল জেএফএমসি-র কার্যবাহী সদস্যদের গ্রুপ ফোটো

বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঃ

১. সুশীলচন্দ্র রায়
২. মানিক রায়
৩. স্বপন মজুমদার
৪ বিকাশ কাশিয়া
৫. সঞ্জু মাঝি
৬. ননীগোপাল মাঝি
৭. দিলীপ মাঝি
৮. রিডা খাসিয়া
৯. নীলিমা মজুমদার
১০ রাজেন্দ্র রায়

পরিশিষ্ট- VI

পিআরএ ও এফজিডির সময় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা

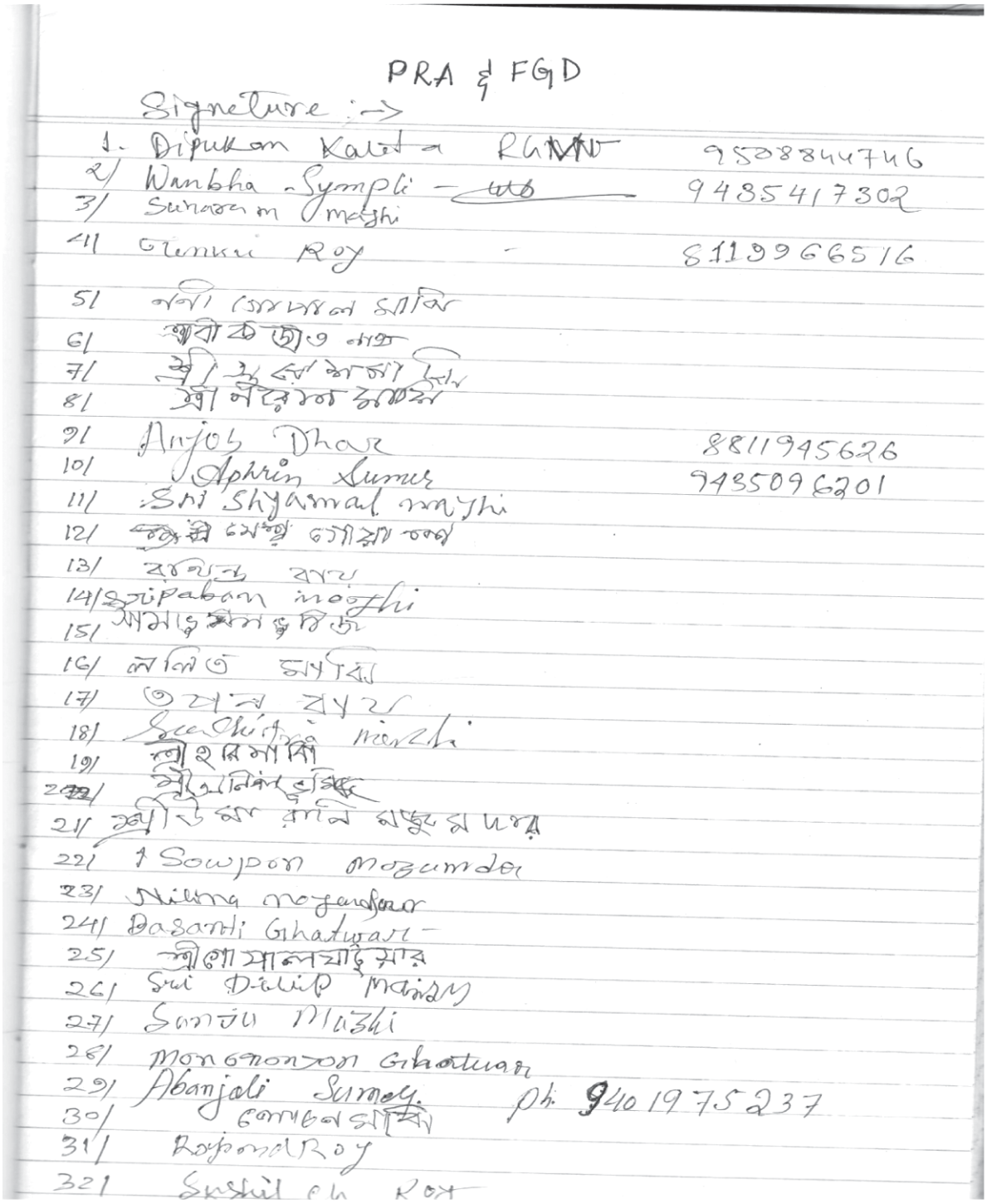

PRA & FGD

Signature :->

1. Dipukan Kalita RGMVN 9508844746
2/ Wanbha Sympli 9485417302
3/ Sunaram Majhi
4/ Tunku Roy 8119966516
5/ ননী গোপাল মাঝি
6/ [illegible]
7/ [illegible]
8/ [illegible]
9/ Anjob Dhar 8811945626
10/ Aphrin Sumer 9435096201
11/ Sri Shyamal Majhi
12/ [illegible]
13/ রবীন্দ্র রায়
14/ Jipaban Majhi
15/ [illegible]
16/ ললিত মাঝি
17/ তপন রায়
18/ Suchitra Majhi
19/ [illegible]
20/ [illegible]
21/ শ্রী উত্তম কান্তি মজুমদার
22/ Sowpon Mozumder
23/ Nilima Mozumdar
24/ Basanti Ghatwar
25/ [illegible]
26/ Sri Dilip Majhi
27/ Sonju Majhi
28/ Monoronjon Ghatwar
29/ Abanjali Sumoy. ph. 9401975237
30/ [illegible]
31/ Rajpond Roy
32/ Sushil Ch. Roy

পরিশিষ্ট- VII (ক)

কাছাড়িথল জেএফএমসি-র পিআরএ-সম্প্রদায় মানচিত্র

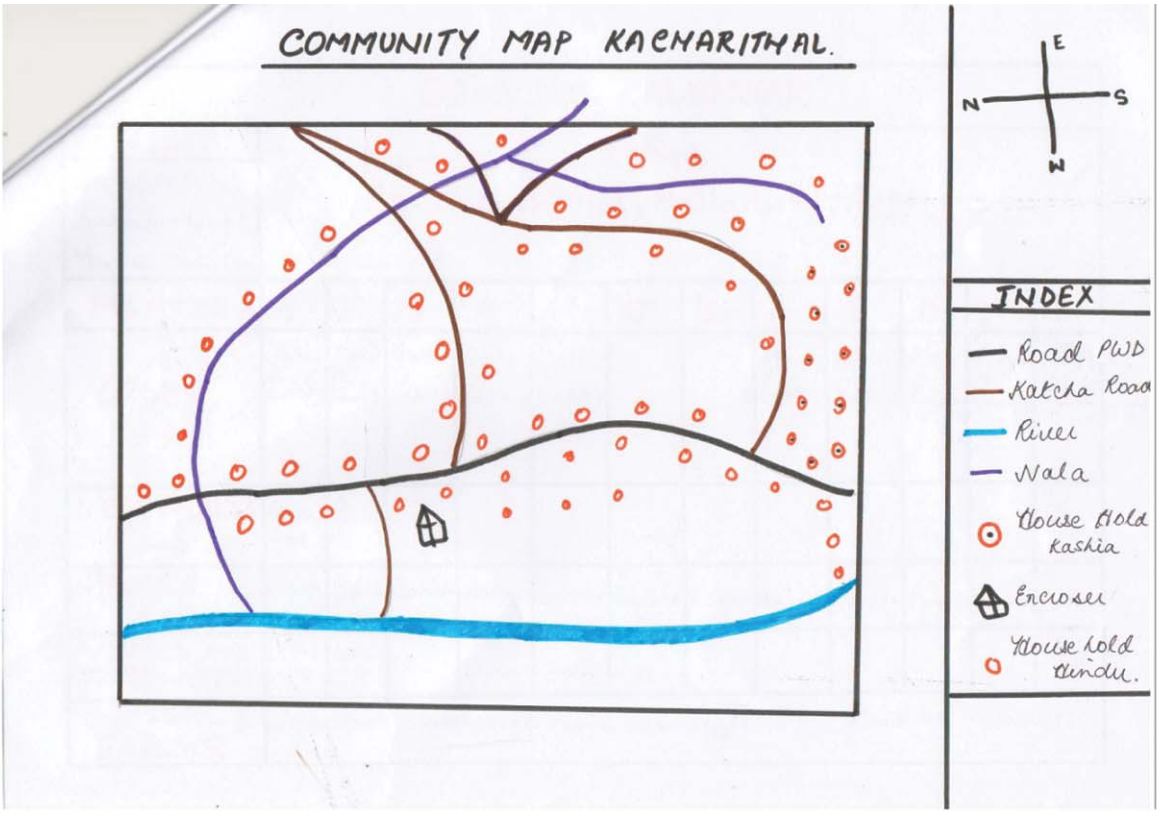

Facilitator Name :

1. Dipukan Kalita (RGVN)
   S/o: Bharat Kalita, Vill- Maligaon, Ghy -11, Mobile No. -9508844746
2. Manik Roy (RGVN)
   S/o: Lt. Dharani Roy, Vill – Katakhal, Silchar, Mobile No.- 9854152397
3. Paramesh Debnath (JFMC Member Secy.)
   S/o: Probhat Debnath, Vill: Jumbosti, P.O. – Badarpur, Dist – Karimganj,
   Mobile No. – 9435567450
4. Susil Ch. Roy (JFMC President)
   Vill - Kacharithal, Dist – Hailakandi.

পরিশিষ্ট- VII (খ)

কাছাড়িথল জেএফএমসির পিআরএ-সম্পদের মানচিত্র

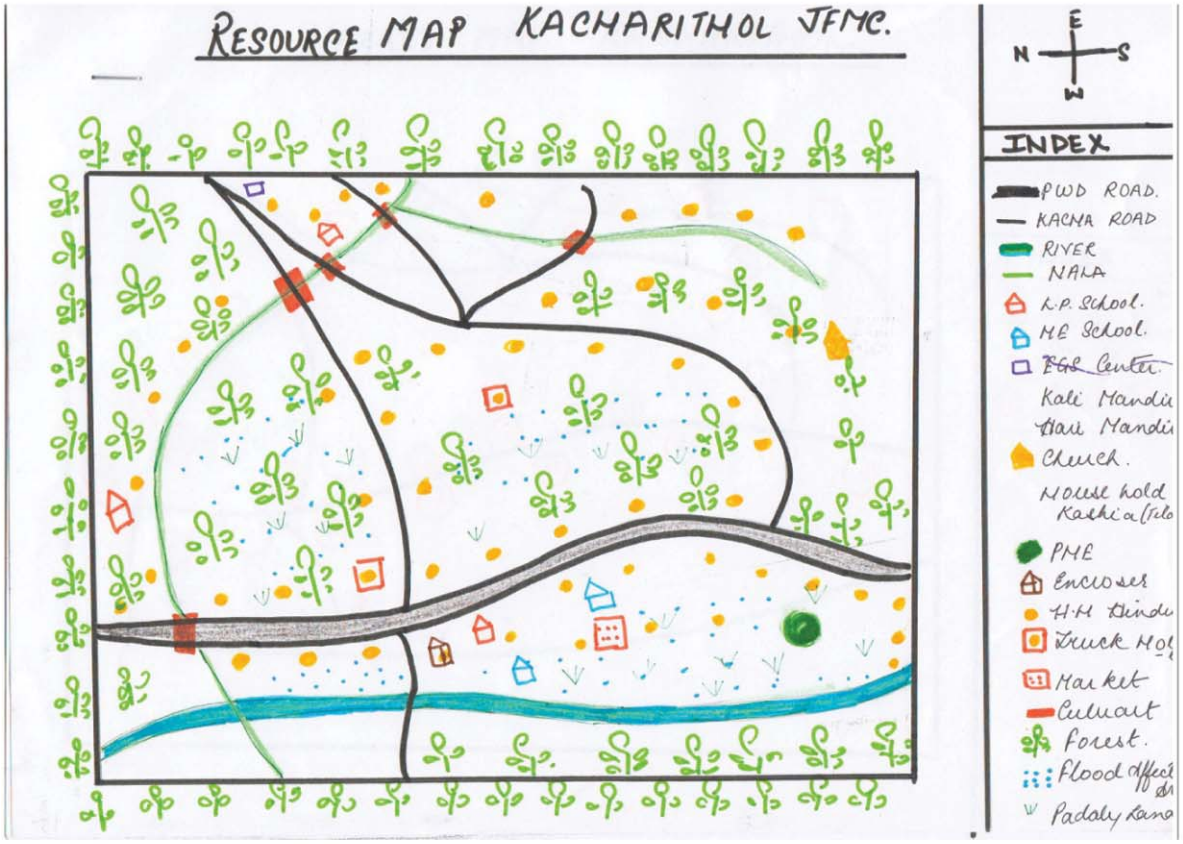

Facilitator Name :

1. Dipukan Kalita (RGVN)
   S/o: Bharat Kalita, Vill- Maligaon, Ghy -11, Mobile No. -9508844746
2. Manik Roy (RGVN)
   S/o: Lt. Dharani Roy, Vill – Katakhal, Silchar, Mobile No.- 9854152397
3. Paramesh Debnath (JFMC Member Secy.)
   S/o: Probhat Debnath, Vill: Jumbosti, P.O. – Badarpur, Dist – Karimganj,
   Mobile No. – 9435567450
4. Susil Ch. Roy (JFMC President)
   Vill - Kacharithal, Dist – Hailakandi.

পরিশিষ্ট- VII (গ)

কাছাড়িথল জেএফএমসির পিআরএ-বিপদ মানচিত্র

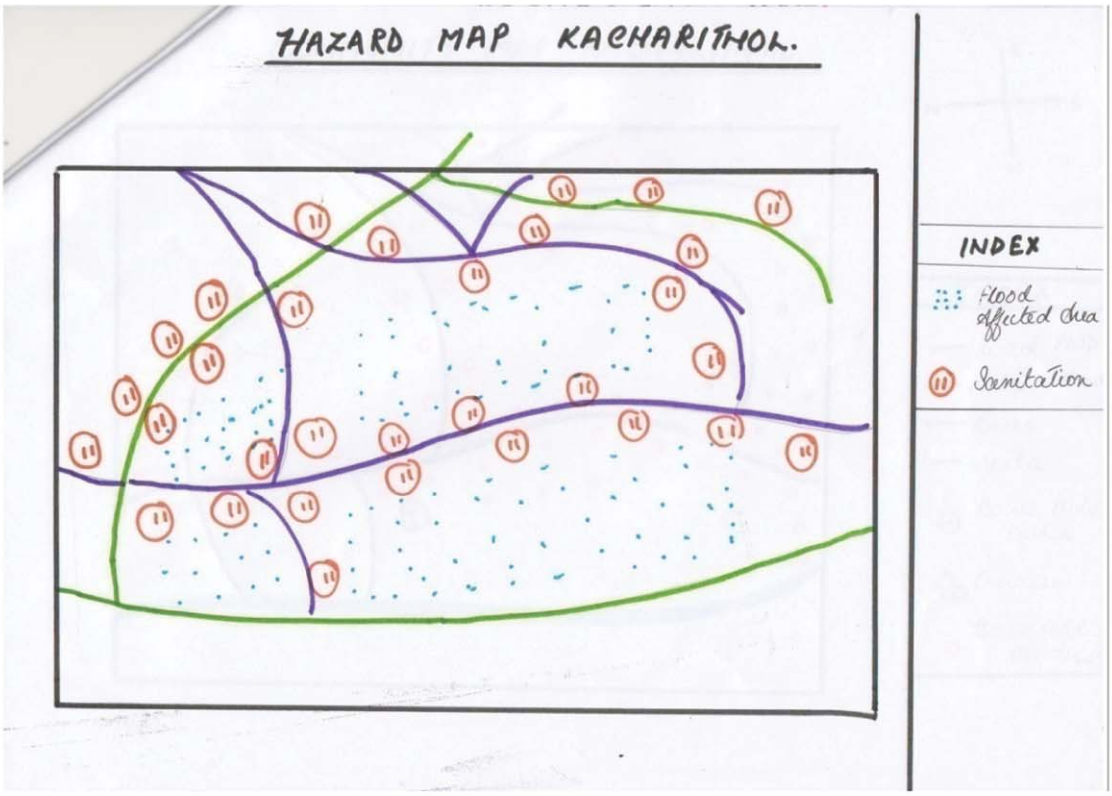

Facilitator Name :

1. Dipukan Kalita (RGVN)
   S/o: Bharat Kalita, Vill- Maligaon, Ghy -11, Mobile No. -9508844746
2. Manik Roy (RGVN)
   S/o: Lt. Dharani Roy, Vill – Katakhal, Silchar, Mobile No.- 9854152397
3. Paramesh Debnath (JFMC Member Secy.)
   S/o: Probhat Debnath, Vill: Jumbosti, P.O. – Badarpur, Dist – Karimganj, Mobile No. – 9435567450
4. Susil Ch. Roy (JFMC President)
   Vill - Kacharithal, Dist – Hailakandi.

পরিশিষ্ট- I (ক)

কাছাড়িথলের ভেন ডায়াগ্রাম

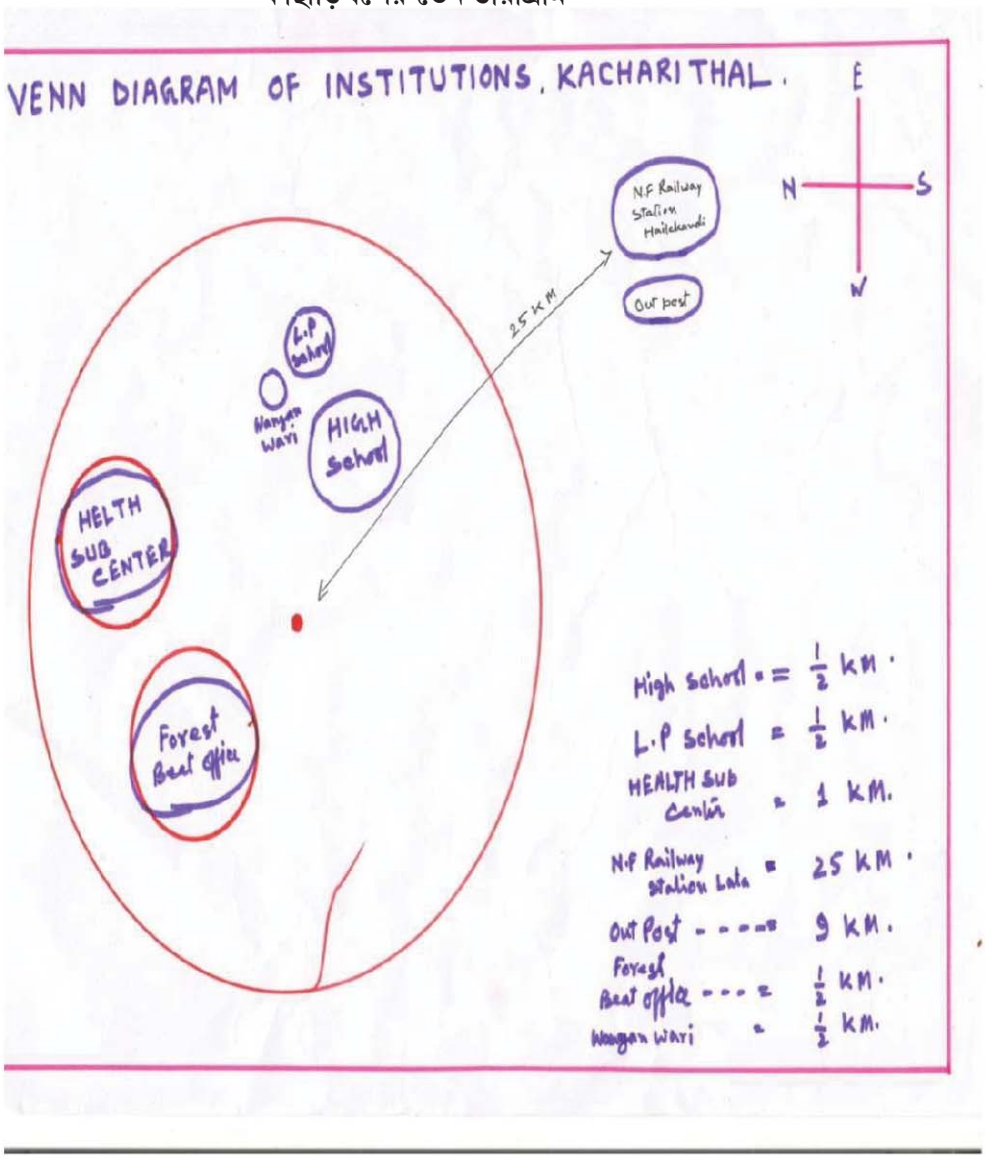

Facilitator Name :

1. Dipukan Kalita (RGVN)
   S/o: Bharat Kalita, Vill- Maligaon, Ghy -11, Mobile No. -9508844746
2. Manik Roy (RGVN)
   S/o: Lt. Dharani Roy, Vill – Katakhal, Silchar, Mobile No.- 9854152397
3. Paramesh Debnath (JFMC Member Secy.)
   S/o: Probhat Debnath, Vill: Jumbosti, P.O. – Badarpur, Dist – Karimganj, Mobile No. – 9435567450
4. Susil Ch. Roy (JFMC President)
   Vill - Kacharithal, Dist – Hailakandi.

Appendix VIII

Entry point Activities

ENTRY POINT ACTIVITY FOR KACHARITHAL JFMC

RANK	ACTIVITIES	DETAILS	BUDGET
1	Constraction of Community Hall with Tent house including Chair and Generator.	Near nat Mandir GPS:-N24^{o}30'29" E92^{o}40'0"	Rs.10,00000/- Rs.50,000/- (chair&generator)
2	From pwd Road & headman house to Sasysgena khasiapunji approx 4km including culvert	Gps:-N24^{o}30'17" E92^{o}39"54"	Rs11,50000/-
3	Ring Well	4nos	Rs3,00000/-

DIVISIONAL FOREST OFFICER
Hailakandi Division
Hailakandi

Sushil chandra Roy
President
Kacharithal (A.P.F.B.C.)
JFMC

Member Secretary
Kacharithal (A.P.F.B.C.)

Divisional Forest Officer
Hailakandi Division
Hailakandi

পরিশিষ্ট- IX (ক)

কাছাড়িথল জেএফএমসি-র (প্রস্তাবিত) প্রশিক্ষণ তালিকা

ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম	বয়স	পুরুষ/মহিলা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	প্রশিক্ষণের বিষয়
১	সুশীলচন্দ্র রায়	৪৩	পুরুষ	মাধ্যমিক	কম্পিউটার/ ড্রাইভিং
২	সুচিত্রা মাঝি	৩১	পুরুষ	মাধ্যমিক	কম্পিউটার/ ড্রাইভিং
৩	ননীগোপাল মাঝি	৪৩	পুরুষ	চতুর্থ	ফিশারি / হর্টিকালচার
৪	সঞ্জন নাথ	৩০	পুরুষ	পঞ্চম	ফিশারি / হর্টিকালচার
৫	স্বপন মজুমদার	৩১	পুরুষ	সপ্তম	ড্রাইভিং
৬	নীলিমা মজুমদার	২৫	মহিলা	অষ্টম	টেলারিং
৭	বুদ্ধদেব মাঝি	২৮	পুরুষ	দশম	ফিশারি
৮	রাজেন্দ্র মাঝি	৩৫	পুরুষ	চতুর্থ	ফিশারি
৯	বিশু মাঝি	২৬	পুরুষ	চতুর্থ	ফিশারি
১০	পূজন মাঝি	২৫	পুরুষ	চতুর্থ	ফিশারি
১১	লাভ মাঝি	২৫	পুরুষ	চতুর্থ	ড্রাইভিং
১২	রাজকুমার শীল	৩১	পুরুষ	মাধ্যমিক	পোলট্রি
১৩	শান্তা রায়	২৩	পুরুষ	পঞ্চম	ফিশারি / হর্টিকালচার
১৪	বিজয় রায়	১৯	পুরুষ	অষ্টম	টেলারিং
১৫	অগাস্টিন ভেকলার	২৩	পুরুষ	দশম	টেলারিং
১৬	ইভাগালি সামার	২৩	মহিলা	মাধ্যমিক	ফিশারি / হর্টিকালচার
১৭	রেডমন বারে	৩২	মহিলা	তৃতীয়	পোলট্রি
১৮	বাসন্তী ঘাটোয়ার	২২	মহিলা	দশম	ফিশারি / হর্টিকালচার
১৯	ওয়ানবেহা সিম্পি	১৮	পুরুষ	দশম	ফিশারি / হর্টিকালচার
২০	এজাভেদার	২৩	পুরুষ	অষ্টম	ফিশারি / হর্টিকালচার

পরিশিষ্ট- IX (খ)

নার্সারির প্রশিক্ষণ তালিকা (পূর্ণাঙ্গ)

ক্রঃ নং	প্রার্থীর নাম	অভিভাবকের নাম	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	গ্রামের নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়
১	দিলীপ মাঝি	সুবল মাঝি	৪২	পঞ্চম	কাছাড়িথল	নার্সারি টেকনিশিয়ান
২	রাজেন্দ্র রায়	রমেশ রায়	৩৩	পঞ্চম	কাছাড়িথল	নার্সারি টেকনিশিয়ান
৩	ননীলগোপাল মাঝি	নরেন্দ্র মাঝি	৪৫	পঞ্চম	কাছাড়িথল	নার্সারি টেকনিশিয়ান
৪	ললিত মাঝি	প্রয়াত বিনোদ মাঝি	৩১	ষষ্ঠ	কাছাড়িথল	নার্সারি টেকনিশিয়ান
৫	সঞ্জু মাঝি	সুবল মাঝি	৩০	ষষ্ঠ	কাছাড়িথল	নার্সারি টেকনিশিয়ান
৬	সহদেব মাঝি	লালধর মাঝি	৫৫	ষষ্ঠ	কাছাড়িথল	নার্সারি টেকনিশিয়ান
৭	শ্যামল মাঝি	শুকদেব মাঝি	৪০	ষষ্ঠ	কাছাড়িথল	নার্সারি টেকনিশিয়ান
৮	স্বপন মজুমদার	প্রাণতোষ মজুমদার	৩৫	পঞ্চম	কাছাড়িথল	নার্সারি টেকনিশিয়ান
৯	তুলারাম মাঝি	প্রাণতোষ মজুমদার	৩০	ষষ্ঠ	কাছাড়িথল	নার্সারি টেকনিশিয়ান
১০	মানিক রায়	কৃষ্ণমি রায়	৩০	পঞ্চম	কাছাড়িথল	নার্সারি টেকনিশিয়ান

পরিশিষ্ট- X

ফোটো ফাইল

এফজিডি	পিআরএ
কৃষি	কলা চাষ
এফজিডি	পিআরএ ম্যাপিং

পরিশিষ্ট- XI
জিপিএস সমন্বয়

১. পূর্ব - ৯২° ৪৩’ ৪৮”,
২. উত্তর - ২৪° ৩০’ ৩৬”

পরিশিষ্ট- XII
এসডিপি রিপোর্ট

কাছাড়িথল হাইলাকান্দিতে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি

আসাম প্রজেক্ট অন ফরেস্ট অ্যান্ড বায়োডায়ভার্সিটি কনজারভেশন (এপিএফবিসিপি)-এর অধীনে একটি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ফ্রেঞ্চ ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এজেন্সে ফ্রাঁসে দ্য ডেভেলপমেন্ট)-এর আর্থিক সহায়তায়। হাইলাকান্দি ডিভিশনের অধীনে প্রতাপপুরে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করেছে আরজিভিএন কমপেলো অংশীদার (কনসাল্টিং সার্ভিস ফর মাইক্রো প্ল্যানিং লাইভলিহুড অপরচুনিটিজ)।

প্রশিক্ষণের নাম	শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	সরঞ্জামের সংখ্যা/ খরচ	প্রশিক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষকের নাম
নার্সারি টেকনিশিয়ান	২১-০৮-২০১৬	২৫-০৮-২০১৬	পলিব্যাগ, প্রশিক্ষণ কিট, ব্রোশিওর দেওয়া হয়েছে ১৭,৩৮০/- টাকা	১০	জেলা কৃষি কার্যালয়, হাইলাকান্দি (হর্টিকালচার বিভাগ)

কাছাড়িথল (হাইলাকান্দি বনাঞ্চলের গ্রাম) নার্সারি ম্যানেজমেন্টের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির উদ্বোধন হয়েছিল ২০১৬ সালের ২১ আগস্ট। কর্মসূচি উদ্বোধন করেছিলেন হাইলাকান্দির ডিএফএ বি বিশ্বাস। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাছাড়ের জিরিঘাট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস চক্রবর্তী, এসিএফ অখিল দত্ত, বেলাইপুরের বিট অফিসার খুলাকপা সিংহ, ধলচেরা বিটের বিট অফিসার পরমেশ্বর দেবনাথ ও আরজিভিএন কর্মীরা।

ফিল্ড ভিজিট ঃ প্রশিক্ষার্থীদের একদিনের প্রশিক্ষণের অঙ্গ হিসেবে এক্সপোজার ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দুয়ারবন্দের শ্রীধর অ্যাপেক্স টিস্যু কালচার ল্যাবে।

জনতার মন্তব্য ঃ

একজন প্রশিক্ষার্থী সহদেব মাঝি বলেন যে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রতি তাঁর উচ্চাশা রয়েছে যেখানে তিনি বিভিন্ন উদ্ভিদের প্রজাতি সম্পর্কে শিখেছেন যা তাঁকে ভবিষ্যতে নিজস্ব নার্সারি খোলার স্বপ্ন সফল করতে সাহায্য করবে।

ফোটো গ্যালারি

চিত্র : প্রশিক্ষণ ও ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণের সময় প্রতাপপুর নার্সারি টেকনিশিয়ানের জন্য প্রশিক্ষার্থীরা

কাছাড়িথল প্রশিক্ষার্থীদের তালিকা

ক্রঃ নং	প্রার্থীর নাম	অভিভাবকের নাম	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	গ্রামের নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়
১	দিলীপ মাঝি	সুবল মাঝি	৪২	পঞ্চম	কাছাড়িথল	নার্সারি টেকনিশিয়ান
২	রাজেন্দ্র রায়	রমেশ রায়	৩৩	পঞ্চম	কাছাড়িথল	নার্সারি টেকনিশিয়ান
৩	ননীলগোপাল মাঝি	নরেন্দ্র মাঝি	৪৫	পঞ্চম	কাছাড়িথল	নার্সারি টেকনিশিয়ান
৪	ললিত মাঝি	প্রয়াত বিনোদ মাঝি	৩১	ষষ্ঠ	কাছাড়িথল	নার্সারি টেকনিশিয়ান
৫	সঞ্জু মাঝি	সুবল মাঝি	৩০	ষষ্ঠ	কাছাড়িথল	নার্সারি টেকনিশিয়ান
৬	সহদেব মাঝি	লালধর মাঝি	৫৫	ষষ্ঠ	কাছাড়িথল	নার্সারি টেকনিশিয়ান
৭	শ্যামল মাঝি	শুকদেব মাঝি	৪০	ষষ্ঠ	কাছাড়িথল	নার্সারি টেকনিশিয়ান
৮	স্বপন মজুমদার	প্রাণতোষ মজুমদার	৩৫	পঞ্চম	কাছাড়িথল	নার্সারি টেকনিশিয়ান
৯	তুলারাম মাঝি	প্রাণতোষ মজুমদার	৩০	ষষ্ঠ	কাছাড়িথল	নার্সারি টেকনিশিয়ান
১০	মানিক রায়	কৃষ্ণমি রায়	৩০	পঞ্চম	কাছাড়িথল	নার্সারি টেকনিশিয়ান